সুরকার হেমন্ত

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও স্ত্রী বেলা

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

"ভগবানের কণ্ঠ যদি কখনও শুনতে পাওয়া যেত তবে সেটা হেমন্তর মত হত।"

---জনৈক বন্ধু

বাঙলা গানের জগতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নাম জানেন না এমন বাঙালী একজনও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। বাঙলা গানের জগতের প্রায় পাঁচ দশকের অধিক সময় ধরে সুরসৃষ্টি ও সঙ্গীত পরিবেশন করে গেছেন হেমন্তবাবু। তিনি নিজে এককভাবে একটি প্রতিষ্ঠান ছিলেন এবং সেটি বাঙলা গানের জগতের বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান। অদ্ভুত মিষ্টি স্নেহভরা কণ্ঠস্বরের অধিকারী হেমন্তবাবুর ভাব এবং শৈলী বাঙালী জীবনের প্রতীক, রূপক এবং আদর্শ। সেই কথাগুলি যে কেউ অন্য কোন ভাবে বলে হেমন্তবাবুর উচ্চারিত সঙ্গীতাংশের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে পারবেন পার্থক্যটা কতটা। এর কারণ ব্যক্তিজীবনে চলনে বলনে তাঁর যে আচরণ তাই বেরিয়ে আসত তাঁর গলায়। আর তা ছিল বাঙালীর অন্তকরণের ভাষা, ভাব আর মধ্যবিত্ত জীবনশৈলীর বহিঃপ্রকাশ। কথায় যতদুর বোঝানো সম্ভব তা বলা হয়ে গেল। হেমন্তবাবু যে বাঙালীর প্রতিনিধিত্ব বা নেতৃত্ব করতেন সেই বস্তুটিই ধীরে ধীরে এক্‌স্টিংক্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই প্রাণভ্রমরা এখন কোটিতে গুটির মধ্যে কোন রকমে বেঁচে আছে। তাও ধারকরা অধিকাংশই জীবনের সিংহভাগ বা কার্যকরী জীবন পার করে এসেছেন বেশ কিছুকাল আগে। আর তাঁর বিচরণভূমি ও কলিকাতার কর্মভূমির অবক্ষয় ঘটতে ঘটতে এখন আর চেনার উপায় নাই। কিছুদিনের মধ্যে কালের গ্রাসে চলে যাবে তাঁর স্মৃতি। সেই উদাস করা মন ভোলানো কণ্ঠস্বরও বাইশশো ওয়াটের ভগ্ ভগ্ সহ দৃশ্যগানের দাপটের নীচে চাপা পড়ে যাবে। কারণ শ্রোতাদের 'থ্রেশোল্ড' হেমন্তবাবুর লেভেল এর কয়েক পর্দা উপরে। আর কানের ডিসক্রিশন শক্তির দফা রফা হয়ে গেছে। সূক্ষ্ম জিনিসের উপলব্ধির ক্ষমতা লোপ পেয়ে জান্তব ইনস্টিংক্ট, রিফ্লেক্স ও সেন্সিটিভিটির উদয় হয়েছে। তবু সর্বশ্রেষ্ঠ এই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির মূল্য যা ছিল তাই থাকবে। বঙ্গদর্শনের এই প্রয়াসে মানুষ হেমন্তবাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা হল। কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির হেমন্তবাবুর অনেক বন্ধুবান্ধব কিংবা ঘনিষ্টজন ছিলেন না। মূলত সাংবাদিকদের কাছে বলা তাঁর জীবনের কথাই এই রচনার ভিত্তি। অনেকেই তাঁকে জানতেন, তাঁর পরবর্তী প্রজন্মে পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূরা বর্তমান, কিন্তু এর বেশী তাঁদেরও জানা নেই। স্নিগ্ধ স্বরের স্নিগ্ধস্বভাবের হেমন্তবাবুর জীবনের বা কর্মের বা চিন্তাধারার অধিকাংশই অন্তরে, আমরা জমাট হয়ে যাওয়া সাগরের উপরে বরফে যা দেখা গেছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হই। কারণ এ ছাড়া উপায় নাই। বঙ্গদর্শনের পক্ষে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, যাঁরা আরও কিছু জানেন, সেগুলি আমাদের গোচরে আনুন। সেই মহামানবের স্মৃতির প্রতি সুবিচার করতে পারলে সকলেই তৃপ্ত হবেন। তাঁর আত্মা তৃপ্ত হবে একথা বলার সাহস আমাদের নাই, কারণ তিনি ছিলেন সেল্‌ফ কম্প্লিট। পরবর্তী জীবনে তাঁর প্রায় পঁচিশ বছর বয়স হল, কোথায় কাদের কানে তিনি মধুবর্ষণ করছেন তা আমাদের জানা নেই। সে সুরের ঝড়, সেই মাতন, সেই আত্মমগ্ন বিবৃতির পুনরাবৃত্তি আশা করে 'পুনরাগমনায়' চ বলে গৌরচন্দ্রিকা শেষ করি।

অবিভক্ত বঙ্গের অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার (বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর ১ নং ব্লকে) বহড়ু গ্রামে বাঙলার বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত প্রতিভা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক বাড়ী। তাঁর পিতার নাম কালীদাস মুখোপাধ্যায়, মায়ের নাম কিরণবালা দেবী। তাঁর বাবা ছিলেন বাবা মায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান। হেমন্তর ঠাকুরদার এক কন্যা সন্তান ছিল, কিন্তু তিনি অল্প বয়সে মারা যান। কার্যত হেমন্তর বাবা একমাত্র সন্তান। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন তারিখে কাশীতে মামার বাড়ীতে হেমন্তর জন্ম হয়। সে সময় তাঁর মাতা বাপের বাড়ীতে ছিলেন। বহড়ু গ্রামটি শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে (জয়নগরের আগের স্টেশন) অবস্থিত। তাঁর আট

বৎসর বয়স পর্যন্ত হেমন্তর পরিবার বহড়ু গ্রামে ছিলেন। প্রায় একশ বৎসর পূর্বের দক্ষিণবঙ্গের এই শ্যামল শান্ত গ্রামটির কথা হেমন্ত পরিবর্তী জীবনে বহুবার উল্লেখ করেছেন। অতিব্যস্ত হয়ে যাওয়ার আগের সময় পর্যন্ত তিনি আত্মীয় বন্ধু ও খুড়তুতো জ্যেঠতুতো ভাইদের সঙ্গে বেশ কয়েক বার বহড়ু বেড়িয়ে এসেছেন। সেখানে উল্লেখযোগ্য বা ব্যাপক কোন পরিবর্তন হয়নি দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এত কথা বলার কারণ এই যে ব্যক্তি হেমন্তর স্নেহমেদুর আবেগ ও রোমাণ্টিক প্রকাশভঙ্গী আর শুদ্ধ মার্জিত চালচলন এই বিশুদ্ধ বাঙালী গ্রামের পরিবেশের মিরর ইমেজ। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ পরিবারের আত্মসম্ভ্রম তিনি আজীবন রক্ষা করে গেছেন। অজস্র বিপরীত প্রভাবের মধ্যে থেকে কাজ করে তিনি মূল থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি নিজে বহু ব্যাপারে এক্স্যাম্পল সেট করে গেছেন। সেই সব ভাবের উৎপত্তি এই অখ্যাত বহড়ু গ্রামে। তিনি নিজের শৈশবের সম্বন্ধে যা বলে গেছেন তা অকিঞ্চিৎকর হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই তিনি যাত্রার বা পালাগানের রস প্রথম উপলব্ধি করেন। তাঁদের আমলে তালপাতার উপরে ভুসোকালি দিয়ে লেখার সূত্রপাত তিনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মনে করেছেন। যদিও স্লেট খড়ি পরে এসেছিল, কিন্তু খাগের কলম ভুসো কালি ও তালপাতার উপর লেখার কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। ব্যক্তিত্বময়ী মা ও কলিকাতা প্রবাসী হপ্তাবাবু গম্ভীর বাবার শাসনে হেমন্ত খুব একটা দুরন্ত বা সাধারণ ঘুরে বেড়ানো টাইপের ছেলেও ছিলেন না। তিনি মোটামুটি শান্ত স্বভাবের শিশু ছিলেন। এই দোষ বা গুণের জন্যই তিনি মনোযোগ দিয়ে গান শোনা বা অন্য যে কোন কাজ করতে পারতেন। গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, এই সব যাত্রা, পালাকীর্তন, কেষ্টযাত্রা, পুতুল নাচ ইত্যাদি প্রচলিত গানের আসরে যেতে যেতেই তৈরী হয়। পরবর্তী কালে হেমন্ত বহড়ুর জমিদার ভঞ্জদের কথা উল্লেখ করেছেন। এই সব অনুষ্ঠান তাঁদের বাড়ীতেই বেশি হত। বহড়ুর গ্রামীণ জীবনে হেমন্ত ডাংগুলি খেলতেন কিনা, তাঁর কত ডজন ভাঁটা বা মার্বেল ছিল, লাট্টু খেলতে শিখেছিলেন কিনা, হাডুডুতে তিনি কতটা পারদর্শী ছিলেন, গাছের ডাল ধরে ঝালঝালুটি খেলতেন কিনা, পোকামাকড়, গরুবাছুর, গাছ লাগানো, ফুল তোলা, নষ্টচন্দ্রে দুষ্টুমির চুরি করা, এসবের কি কতটা তিনি করেছেন তা কেউ জানে না। সম্ভবত উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। তখনকার দিনের নিম্নবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে চাষবাসের উদ্যোগও ততটা ছিল না। ভাগভুতো দিয়ে খোরাকী পেলেই তাঁদের চাষ হয়ে যেত। বাবাঠাকুরদের জমি ছেলেঠাকুররাই চাষ করত। তাঁরা আল মাড়াতেন বলে মনে হয় না। তাই সম্ভবত হেমন্তর এই ধরণের কোন স্মৃতির কথা আলোচিত হয়নি। হেমন্ত বার বার তাঁর পিতামহীর কথা স্মরণ করতেন। তাঁর স্নেহের কথা, তাঁর সুন্দর অথচ ব্যক্তিত্বময় আচরণের কথা। যদিও স্ট্রংম্যান ঠাকুরদাদার সম্বন্ধে খাদ্যরসিকতা ছাড়া অন্য কোন কথা তিনি উল্লেখ করেননি। কিন্তু এই ঠাকুরদাই হেমন্তর প্রকৃত অভিভাবক ছিলেন এবং তিনি সযত্নে নাতিটিকে পালন করেছেন। পা মচকে যাওয়ার পর তিনি নিজেই হেমন্তর পা আয়ুর্বেদিক মতে ব্যাণ্ডেজ করে সারিয়ে তোলেন। মাত্র আট বছর বয়সে বহড়ু ছেড়ে কলকাতায় আসেন হেমন্ত। ভবানীপুরের রূপনারায়ণ নন্দন লেনে বাসা করেন হেমন্তর বাবা। কলকাতায় আসার পরও অনেক বার বহড়ুর বাড়ীতে গিয়েছেন হেমন্ত। কৈশোরের সেই স্মৃতিও তাঁর জীবনে উজ্জ্বল হয়ে থেকে গিয়েছিল। বহড়ুর গাছগাছালি, পাখপাখালি, শিশিরভেজা ঘাস, পায়ে চলার পথ, ছায়া আর রোদে বাতাসে সদা চঞ্চল বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, সবই হেমন্তের কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছিল। 'বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই' এই অদ্ভুত টানের বা 'ও নদীরে'র সম্মোহক রেশ সবেরই জন্মভূমি বহড়ুর প্রকৃতি।

ভবানীপুরে তাঁকে ভর্তি করা হল নাসিরুদ্দীন মেমোরিয়াল স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে। এই বিদ্যালয়টি পরে মিত্র ইনস্টিটিউশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত নাসিরুদ্দীন মেমোরিয়াল স্কুলে পড়ার পর, হেমন্তকে মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করা হয় সপ্তম শ্রেণীতে। এই মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকেই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন প্রথম বিভাগে। স্কুলে পড়তেই বন্ধু হয়ে যান পরবর্তী কালের বিখ্যাত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। লেখালেখিতে আগ্রহ জন্মে কিশোর বয়সেই। নিয়মিত প্রকাশ হত তাদের হস্তলিখিত পত্রিকা, তাঁদেরই ক্লাব কল্যাণ সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষকতায়। আর নিজের মত করে গান গাইতেন শৈশবকাল থেকেই। কখনও শিখেছেন বলে শোনা যায়না। চর্চা করতেন শুধু গুনগুনিয়ে। তবু সেই গান, সেই স্বর, কিশোর বয়সে বয়ঃসন্ধির বিকৃতি সত্বেও যে একবার

শুনত সে সারাজীবন মনে রাখতে বাধ্য হত। আরো বন্ধুবান্ধব ছিল বিদ্যালয়ে যারা হেমন্তর মতই স্কুলের বেঞ্চি বাজিয়ে গানের আসর বসাত। নাসিরুদ্দিন মেমোরিয়ালে ছিল আর এক বন্ধু অখিলবন্ধু ঘোষ। এভাবেই গানের চর্চা চলছিল নিজের মত করে, স্বশিক্ষিত হেমন্তের সম্পূর্ণ নিজের কায়দায়। প্রিয় বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। লেখায় দীক্ষা তিনিই দিয়েছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু তাঁর ইনস্পিরেশন যে কাজ করত তা অনস্বীকার্য। হেমন্তর পরবর্তী জীবনে বামপন্থী কমিউনিষ্ট চিন্তাধারা, গণসঙ্গীত ধরণের গান গাওয়া ও সুর দেওয়া এই সব ব্যাপারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রভাব লক্ষণীয়। এই সুভাষই নিয়ে গেলেন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর গার্ষ্টিন প্লেস অফিসে। হেমন্ত প্রথম গান গাইলেন রেডিওতে। সেকালের প্রযুক্তিতে লাইভ ব্রড্‌কাষ্ট হল। চৌদ্দ বছরের বালক সচ্ছন্দে গাইলেন 'আমার গানেতে এলে নবরূপে চিরন্তনী' সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথা বসিয়ে দিলেন কমল দাশগুপ্তর একটি প্রচলিত গানের সুরে। জন্ম হল শিল্পী বা পেশাদার শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের।

এর কিছুদিনের মধ্যেই অফ পিরিয়ডে ক্লাসে গান গাওয়ার অপরাধে হেমন্তকে স্কুল থেকে বহিস্কার করেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টারমশাই। তাঁর বাবা কয়েকবার অপমানিত হয়েও ক্রমাগত ক্ষমাভিক্ষা করে সে যাত্রা ছেলেকে উদ্ধার করেন। না হলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হত না। তাঁর মায়ের ভূমিকা ছিল প্রশংসা করার মত। তিনি গৃহদেবতা দধিবামন তাঁদের উদ্ধার করবেন এই বিশ্বাসে বাবাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। গানবাজনার জন্য পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি সত্বেও তিনি ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগে পাস করলেন আর বাবা তাঁকে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করে দিলেন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এর কথা ভেবে। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটাও ঠিকমত করতেন না। গানেই অধিকাংশ সময় যেত। অল্পকালের মধ্যে দুটো গ্রামোফোন রেকর্ডও বেরিয়ে গেল। খ্যাতিও পেলেন, অনেকের প্রশংসা অর্জন করলেন। বুঝতে পারছিলেন গানের জগতে উন্নতি করতে গেলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর মত সিরিয়াস পড়াশুনো করা সম্ভব নয়। মনে ছিল যে কোন একটা চাকরী করে গান নিয়েই থাকবেন। সেই চিন্তায় ইঞ্জিনিয়ারিং এ মনযোগ না দিয়ে শর্টহ্যাণ্ড টাইপ ইত্যাদি শিখে একটা চাকরী করার চেষ্টাতেই লেগে গেলেন। বেশ কয়েক বছর তিনি বাড়ী গিয়ে গান শেখানোর কাজ করেছেন অর্থর প্রয়োজন মেটাতে।

এই ফাঁকে হেমন্তবাবুর পরিবারের কথা একটু বলে নেওয়া যাক। হেমন্তর ঠাকুরমা গত হলেন তিনি বহড়ু ছাড়ার আগেই। তাঁর চান্দ্রায়ণ ব্রত (শরীর ত্যাগের আগেই শ্রাদ্ধ), অন্তর্জলী যাত্রা ও গ্রামে কবিরাজের চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞানের কথা আজীবন হেমন্ত মনে রেখেছিলেন। তাই কলকাতায় এলেন, হেমন্তর বাবা, ঠাকুরবাবা, তাঁরা চার ভাই ও একমাত্র বোন নীলিমা। গলির মধ্যে একতলার দুটি ঘরে এতজনের বাস। সুতরাং পড়াশুনো বা চলাফেরার মতই যথেষ্ট জায়গা ছিল না। গানের অভ্যাস করা বা যন্ত্রপাতির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর বাবা আবার টিউশন পড়াতেন অফিস থেকে ফেরার পর। কিন্তু মায়ের যত্নে ও পরিশ্রমে তাঁদের সংসারে খাওয়া দাওয়া ও পড়াশুনার কোন অসুবিধা হয়নি। বড় ভাই শক্তিদাস ম্যাট্রিকে ভাল ফল করে আই এস সি পাস করতেই বাবা তাঁকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন অল্প দিনেই বাবার বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তাঁর। মেজ হেমন্তর কথা পরে হবে। সেজ তারাজ্যোতি হেমন্তর কিছুটা ন্যাওটা। পড়াশুনাতেও ভাল, সাহিত্যে নাম করেছেন পড়ে। ছোট ভাই অমল নিজে একজন বিখ্যাত শিল্পী তাঁর "চুপ চুপ লক্ষ্মীটি" গানটি আজও জনপ্রিয়। তিনি বেশ কিছু গানে সুর দিয়েছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কয়েকটি সিনেমার। বোন নীলিমা গানের জগতে নাম করতে পারতেন। তাঁর কয়েকটি রেকর্ড বেরিয়েছিল। আকাশবাণীতে এক সময় নিয়মিত গান গেয়েছেন (বিবাহ পরবর্তী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে) কিন্তু কখনই সিরিয়াসলি শেখেননি বা চর্চা করেননি। তাঁর ভল্যুম এবং রেঞ্জ যথেষ্ট উচ্চমানের। কিন্তু হেমন্তর কথা আলাদা। কুড়ি বছর বয়সের আগেই তিনি স্টার। যখন তাঁর 'কথা কয়োনাক শুধু শোন' গানের রেকর্ড প্রকাশিত হল তখন সকলে অবাক হয়ে গেল। আর "গাঁয়ের বধূ' বার হয়ে যাওয়ার পর তিনি সুবিখ্যাত হয়ে গেলেন।

BANGLADARSHAN

সুরের আকাশে হেমন্তর যখন উদয় হচ্ছে তখন কলকাতার সামাজিক অবস্থা খুব খারাপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য ফাংশন কমে গিয়েছিল। বহু মানুষ জাপানী বোমা থেকে বাঁচার জন্য নগর ত্যাগ করেছিল। আর সেই পঞ্চাশের মন্বন্তরও হয়েছিল এই সময়ে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু হেমন্তর গান বন্ধ হয়নি, রেকর্ডও বার হচ্ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানও চলছিল। আর ছিল বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে গণসঙ্গীত (তখন এই নামটা হয়নি) ও গণনাট্যের চর্চা এবং অনুষ্ঠান। রেডিওতে তখন হেমন্ত নিয়মিত শিল্পী। এই প্রায় এক দশক সময় তাঁর মায়ের প্রচেষ্টা প্রতিটি পদক্ষেপে হেমন্তকে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তিনি ঠাকুরকে (গৃহদেবতা দধিবামন) একটাই উদ্দেশ্য নিয়ে ডাকতেন, হেমন্ত যেন সঙ্গীতজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেই কাজে ছেলেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে দিতেন। কিন্তু নিজের প্রতিভার থেকে মায়ের অবদান অনেক বেশী একথা হেমন্ত বার বার বলতেন। মা সহায় না হলে হয়ত গানের চর্চা স্কুল জীবনেই শেষ হয়ে যেত। হেমন্ত পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাওয়ার অনেক আগেই দাদার বিয়ে হয়ে যাওয়াতে, অসুবিধা কিছু হলেও তাঁর লাইন ফ্রী হয়ে যায়। তবে স্বর্ণকণ্ঠের অধিকারী হেমন্তকে ঠিক কত জন বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন তার পরিসংখ্যান কেউ রাখেনি। সংখ্যাটি বিস্ময়করভাবে বৃহৎ হলেও অবাক হবার কোন কারণ নেই। যাই হোক সেকালের গান বাজনার মহাতীর্থ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ক্যালকাটা স্টেশনে (আকাশবাণী কলিকাতা) হেমন্তর যাতায়াত ছিল ঘন ঘন। প্রায় সকলেরই মন জয় করে নিয়েছিলেন দীর্ঘদেহী গম্ভীরপ্রকৃতির মধুর স্বরের হেমন্ত। কিন্তু বেলা দেবী (কুমারী নামও বেলা মুখোপাধ্যায়) প্রায় প্রথম আলাপেই জিতে নিয়েছিলেন ট্রফি। অকথিত যোগসূত্র তৈরী হয়ে গেল প্রায় নিজেদের অজান্তে। পিতৃহীন বেলার বাড়ীতে হেমন্ত বাড়ীর ছেলে বা আধা অভিভাবক হয়ে গেলেন। এই বেলা কন্যাটিকে হালকা করে দেখবেন না পাঠকেরা, বিশেষতঃ যাঁরা বৃদ্ধ হননি তাঁরা। সে যুগে আকাশবাণীর ক্লাশ 'এ' আর্টিষ্ট ভোক্যাল ক্ল্যাসিকাল সিঙ্গার ছিলেন তিনি। আর তাঁর রূপ: প্রথম পৃষ্ঠায় গিয়ে মুখশ্রী দেখুন, সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। গানের জগতে বেলার প্রথম মাইলস্টোন হল 'কাশীনাথ (১৯৪৩)' ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত। সুরকার ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। পরবর্তী কালে তাঁদের বিবাহ কিভাবে হল, বাবু ও রাণু ছেলেমেয়েরা কে কবে জন্মালো সব পরে বলা হবে। কিন্তু বেলাদেবী দেবদুর্লভ স্বামীরত্নটিকে যত্নে রাখার জন্য গান টান নিয়ে আর বিশেষ কিছু করেননি। তিনি তৃপ্ত ছিলেন, কিন্তু সম্ভবতঃ সঙ্গীতজগৎ কিছু পরিমাণে ঋদ্ধ হওয়ার একটি সুযোগ হারিয়েছে। হেমন্তর পরিবারে স্বামী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বেলাদেবী পরম সন্তোষে জীবন কাটিয়েছেন। গান দু একবার করেননি তা নয়। তবে অধিকাংশই অনুরোধ রক্ষার জন্য। অনেক সময় স্বামীর সঙ্গীত পরিচালনার ছবিতে গান করেছেন। কিছু সুর দিয়েছেন, ছবির প্রযোজক হয়েছেন। কিন্তু সবই স্বামীর ছায়া হিসাবে।

প্রায় সমবয়সী বেলা রেডিও স্টেশনে হেমন্তর আকর্ষণ বৃত্তে এসে যান। তখন হেমন্ত বহু সময় রেডিও স্টেশনে কাটাতেন। বেলাদের বাড়ী ছিল ----------। ছোটবেলায় তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। মা তিন মেয়ে আর দুই ভাই কে নিয়ে সংসার চালাতেন। হেমন্ত বেলাদের বাড়ীতে যাতায়াত শুরু করেন পরিচয় হওয়ার অল্প দিন পর থেকেই। ঘরের ছেলের মতই হয়ে গিয়েছিলেন। আর বেলা সম্ভবতঃ কিছুদিনের মধ্যেই হেমন্তর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। নিজের হয়ে গেলে ভালবাসা শক্ত কাজ। এসব বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়নি কখনও। বেলার মাও চলে গেলেন কয়েক বছরের মধ্যে। সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কাজ মনে করে হেমন্ত বেলাকে বিয়ে করলেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিয়ে যেহেতু লাভ ম্যারেজ, পাত্রী সমবয়সী এবং সমগোত্রে বিবাহ, কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে থাকবে। তবে তার উল্লেখ তিনি নিজে কখনও করেননি। যেহেতু বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় ছিল, তিক্ততা খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রথমেই হেমন্ত রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাড়ীটি কিনে নেন। সেখানেই বাবা মা ও তাঁর দুই ভাই ও তাদের সংসার ছিল বহুদিন। তারপর ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই বাড়ী দুই ভাইএর স্ত্রীদের নামে রেজিষ্ট্রি করে দেন। এছাড়াও দুই ভাইকে তিন কাঠা করে জায়গা কিনে দিয়েছেন তিনি। চিন্তা করুন এক এক জনকে কতটা দিয়ে গেছেন। সম্ভবতঃ ১৯৪৫-৪৬ থেকে হেমন্ত আর বেলা রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাড়ী ছেড়ে ইন্দিরা সিনেমার পাশে ইন্দ্র রায় রোডের বাড়ীতে চলে এলেন। পুত্র জয়ন্তর জন্ম হল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। কন্যা রাণুর জন্ম ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

বোম্বাই চলে যাবার পরও তিনিই পরিবারকে পালন করতেন। মাসিক দেড় হাজার টাকার বেতনের মধ্যে পাঁচশো টাকা পাঠাতেন বাড়ীতে। একবার লতা মঙ্গেশকরকে তাঁদের রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। লতা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেছেন পরে, বলেছেন; আমাদেরও যদি ওইরকম একটা একান্নবর্তী পরিবার থাকত। মেনকা সিনেমার কাছে শরৎ চ্যাটার্জী অ্যাভেনিউতে তাঁদের বাড়ি (তিনতলার ফ্ল্যাট) তৈরী হল ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে। "সনত বাবু"র কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। হেমন্তর এই ড্রাইভার সনত মুখোপাধ্যায়কে পরিবারের সকলে সনতবাবু বলে ডাকতেন। এতটাই তার প্রতিপত্তি ছিল। হেমন্ত তাঁর ড্রাইভারকে কত যত্ন করতেন তা সকলের জানা। তাঁর মৃত্যুর পর ডায়েরী দেখে তিনি কত ছাত্রকে পড়িয়েছেন, দুস্থদের কত দান করেছেন তার সম্বন্ধে অল্প ধারণা হয়েছিল বেলা দেবীর। তিনি কখনও স্ত্রীকে পর্যন্ত বলেননি তাঁর দানধ্যানের কথা।

হেমন্ত কারও কাছে গান না শিখে এত বড় শিল্পী হয়েছেন একথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। আসলে শিক্ষা ব্যাপারটা ফরম্যাল ছিল না। আর একটানা শিক্ষাও কারও কাছে করেননি। তিনি শিখেছেন, প্রয়োজন মত, প্রধানতঃ তাঁর অমূল্য কণ্ঠের সম্যক ব্যবহার কিভাবে করা যায় সেই চিন্তায়। যিনি এত বড় সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন, তিনি যন্ত্রসঙ্গীত, কি ভোক্যাল কিছুই শেখেননি তা কি করে হয়? আগেও বলা হয়েছে, শিখতেন প্রায় সব জায়গার থেকে। বন্ধুবান্ধব, বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিল্পীদের কাছে, এবং কাজের প্রয়োজনে রেকর্ডিং করার সময় ও আগে যেখানে যা হত সব শিখে নিতেন। তিনি হারমোনিয়াম বাজাতেন সুন্দর, কিন্তু মাসতুত দিদি লীলার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা বাদ দিলে বাকীটা কাজ করতে করতেই হয়ে গেছে। যে ছেলে চৌদ্দ পনের বছর বয়স থেকে আসরে গান গাইছে, রেডিওতে প্রোগ্রাম করছে, তার শিক্ষা কাজের সময়ের মধ্যেই হয়ে যেত। মনে রাখতে হবে রেডিওতে তখন পঙ্কজ কুমার মল্লিকের প্রভাব খুব বেশী। তিনি নিজে বহু শিল্পী তৈরী করেছেন আর ফর্মাল মিউজিক এডুকেশন নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও গান গাইতেন, কিছু শিক্ষা তাঁর কাছেও হয়ে থাকবে। তবে শিক্ষার ব্যাপারে একটা কথা উল্লেখ করে প্রকৃতির কণ্ঠস্বর হেমন্তর গান শেখার প্রসঙ্গ শেষ করব। তিনি কিছুদিন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখেছিলেন। তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, কারণ বছর দেড়েকের মধ্যে ফণীবাবুর মৃত্যু হয়।

আপাতগম্ভীর হেমন্তর বাল্য বা কৈশোর অথবা প্রথম যৌবন চপলতার অভাবে ড্র্যাব বা ড্রীয়ারী বা বাংলা একঘেয়ে ছিল না। সেযুগের মাপকাঠিতে মার্জিত রুচির পরিবেশে হেমন্ত ও তাঁর বন্ধুর দল যথেষ্ট প্রাণচঞ্চল ছিলেন। লেখালিখি ও গানবাজনা সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। খেলাধুলোর ব্যাপারেও তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। নিজেরা খেলেছেন, খেলা দেখেছেন, খেলিয়েছেন। ক্লাব, সাহিত্য, খেলাধুলা, এবং সে যুগের প্রগ্রেসিভ কমিউনিষ্ট চিন্তাধারার কর্মকাণ্ড সবই তাঁদের জীবনে যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। কিছুটা নাম হওয়ার পর হেমন্তর পরিচিতমহলের পরিধি বাড়তে লাগল। সঙ্গীতশিল্পীদের পরই নাট্য ব্যক্তিত্ব ও সিনেমা জগতের লোকজনের সান্নিধ্য বেশী করে পেলেন। আর এরই মধ্যে এল 'আই. পি. টি. এ.' গণনাট্য সঙ্ঘ। বহু শিকল ভাঙার গান, বিপ্লবের মহানির্ঘোষ, আর দরিদ্রের দুঃখকষ্টের ইতিকথা গানের মধ্যে তুলে ধরলেন কখনও কোরাসে, কখনও দুঃখভারাক্রান্ত অথবা নিঃসঙ্গ সোলো গানে। বাঙলায় একট নূতন গানের ধারা তৈরী হয়ে গেল যার নাম গণসঙ্গীত। অসংখ্য গানের এই রক্তিম ডালিটি মায়ের পায়ে অর্পিত হল হেমন্তর যুগে। যা ভাঙিয়ে পরবর্তী কমিউনিষ্ট নেতারা হাওয়া গরম রাখলেন অর্ধশতাব্দী। অন্ততঃ পঞ্চাশজন শিল্পী এই ধারায় হিট গান গেয়েছেন। অজানা শিল্পীর সংখ্যা কয়েক হাজার হবে।

এর আগে একজায়গায় বলা হয়েছে, বেলাদেবীর রূপের কথা। অনেকে ভাববেন হেমন্তর লাভ বেশী হয়েছিল। কিন্তু ছ'ফুট দেড় ইঞ্চি লম্বা সুপুরুষ হেমন্ত নিজেও প্রায় অতুলনীয়। পরিপাটী করে পরা ফিন ফিনে ধুতি আর কনুই পর্যন্ত হাত গোটানো বাঙলা শার্ট পরে, মাঝারি মোটা ফ্রেমের চশমা লাগিয়ে হেমন্ত সবসময়েই 'এ কাট অ্যাবভ দি আদার্স'। সহশিল্পীরা দর্শনেই ওভারহোয়েল্‌মড্ হয়ে যেতেন। যাঁরা বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী তাঁরা প্রথমেই

সারেণ্ডার করে স্নেহভাজন হয়ে হেমন্তর সুরক্ষাবৃত্তে চলে আসতেন। তাঁর চলন আভিজাত্যপূর্ণ, কথা মধ্যবিত্ত বাঙালীর আদর্শস্বরূপ। যেমন স্পষ্ট তেমনই মধুর নরম ভাবের। রেগে যেতেন মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ সঙ্গীত পরিচালনা করতে গিয়ে হতাশা ও ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি অনেক সময়। এই ক্ষুদ্র ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁর অননুকরণীয় বাচন ভঙ্গী সকলের আদর্শ। যাঁরা তাঁকে ফাংশনে দেখেছেন, তাঁরা জানেন তাঁকে ইনফ্লুয়েন্স করা সহজ ছিল না। কিন্তু শ্রোতাদের অনুরোধ রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন। দীর্ঘদেহী মানুষটির অন্তরে যে বহড়ু গ্রামের শিশুটি ছিল তার বহিঃপ্রকাশ প্রায়ই ঘটত। অনেককে তুই বলতেন, বয়ঃকণিষ্ঠদের সম্ভাষণ করতেন বেশ আদর করে। তাঁর ইউনিট এর লোকেরা বেশ ভয়ে ভয়ে থাকলেও নিশ্চিন্ত থাকতেন যে তাঁদের ভুলভ্রান্তি শুধরে দেবেন হেমন্ত। আর মনে রাখবেন না কে কবে কি করেছিল। অভাবী বা ওয়াণ্টন মানুষদের সস্নেহে কাছে টেনে নিতেন। সরল প্রকৃতির প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি স্নেহের আবরণে ঢেকে রাখতেন। তিনি কতটা পরোপকারী ছিলেন তা জানা গিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর খাতাপত্র দেখে। কত ছেলেকে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচা দিয়েছেন, কার কি দায় উদ্ধার করতে সাহায্য করেছেন, তা সহধর্মিণী বেলাও সব জানতেন না। পড়ে তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে এসবের কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। ছ'ফুট দেড় ইঞ্চি এই মানুষটি সুরসিক ছিলেন। তবে তা উচ্চ মানের রসিকতা। টাফ টাস্কমাস্টার ছিলেন হেমন্ত। শিল্পীর কাছে সঠিক সুরটি আদায় করে নিতেন। বার বার চেষ্টা করতেন আর করাতেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করে প্রসঙ্গের সমাপ্তি করা যাক। বালিকা বধূর গান রেকর্ডিং এর সময় রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এর গলা বসে যায়। সব কাজ হয়ে গেছে। সেদিন না হলে আর এক দিনের স্টুডিও ভাড়া লেগে যাবে। প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা। হেমন্তর মাথায় এল বাল্যকালের বৈদ্য মহাশয়ের স্মৃতি। তিনি লঙ্কাবাঁটা গুলে খাওয়ালেন শিল্পীকে। কি আশ্চর্য, গলা ঠিক হয়ে গেল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। আর নাগিনের যে 'বীন' শুনে সাপের থেকে মানুষ অনেক বেশী মুগ্ধ হয়েছে, তা তিনি অন্য কোন যন্ত্র কল্যাণজী আনন্দজীকে দিয়ে বাজিয়ে বাজী মাত করেছিলেন তা সবাই জানে। হেমন্তর ইনোভেশন অতুলনীয়। তাঁর জীবন যতটা বাস্তব ততটাই কল্পনার। এই দুই সত্বা মিলে মিশে একাকার বিশ সাল বাদের কুহেলিকার মত অবয়বহীন।

বাঙালী তথা ভারতের কোটি কোটি সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের দুর্ভাগ্য যে হেমন্ত জন্মেছিলেন যুগসন্ধির কালে। তখন আধুনিক গানের কুঁড়িটি সবে ধরেছে। নারী তখনও ঘোমটা থেকে আধঘোমটার ট্রান্জিশনে। প্রেমের প্রকাশ তখনও অনভিপ্রেত। আর মাত্র কিছুদিন আগে নেপথ্যগায়ন বা প্লেব্যাক, সবাক চলচ্চিত্র ও মোটামুটি বিশ্বসনীয় রেকর্ডিং এর টেকনোলজি উদ্ভাবিত হয়েছে। যাত্রাগন্ধী সুর থেকে পরিশীলিত রোমাণ্টিক গানের যুগে উত্তরণের দুই দশকের মধ্যে হেমন্ত মধ্য তিরিশে পৌঁছে গেলেন। কয়েক ডজন দুর্দান্ত ডেলিভারী করলেও পরের দেড় দশকের মাথায় তা বয়সের কারণে স্তিমিত হয়ে এল। ফাঁকে ফাঁকে ফর্ম ফিরে পেয়ে অদ্ভুত কিছু সুর সৃষ্টি করলেও তাঁর কণ্ঠের স্বর্ণযুগের একাংশ মাত্র গানের জগতকে ঋদ্ধ করতে পেরেছে। যখন তাঁর ভয়েস ভগবানের কণ্ঠ ছিল সে যুগে প্রকাশিত গানের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু ভগবানের অমোঘ নীতি অনুসরণ করে যে কোন উৎকৃষ্ট বস্তুর মত সেই সৃষ্টিও সংখ্যায় অল্প থেকে গেল। পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সে হেমন্ত মাঝে মাঝে জেগে উঠেছেন। আর ষাট বছর বয়সের অল্প পরেই তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়ে কণ্ঠের বেশ ক্ষতি করে দেয়। তা সত্বেও কয়েকটি বিখ্যাত গান তিনি এই পর্বেও গেয়েছেন। এ নিয়ে দুঃখ করার কিছু নাই। অনেক না হওয়ার দুঃখ থাকলেও যা পাওয়া গেছে তা বাঙলা গানের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাঙালীর মহিমার নিরিখে হেমন্ত কত ক্ষুদ্র ছিলেন তা বোঝা যায় একটি ঘটনায়। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ফ্ল্যাটে চুরি হয়ে তাঁর স্মারকগুলি চিরতরে হারিয়ে যায়। সোনাদানা মহামূল্য অলঙ্কার ইত্যাদির থেকে এগুলি হারানোর গুরুত্ব কত বেশী তা বুঝিয়ে বলার দরকার করে না। কিন্তু সুমহান বাঙালী জাতি এই চোরদের ধরতে পারেনি। কোন কিছু উদ্ধারও হয়নি। অবাক হওয়ার কি আছে, তবু ত ওখানে নোবেল পদক ছিল না।

BANGLADARSHAN.COM

এত পাতার লেখাটি মিলেনিয়ামোত্তর বঙ্গসন্তানদের ধৈর্যচ্যুতির পক্ষে যথেষ্ট হলেও হেমন্তর কথা অধিকাংশই না-বলা থেকে গেল। আরও কিছু না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, কিন্তু পাঠকের প্রতি সহানুভুতি হারালে চলবে না। তাই বেয়ার ফ্যাক্টস এণ্ড ফিগার দিয়ে সাজিয়ে একেবারে চুম্বকাকারে হেমন্তর সঙ্গীতজীবনের তথ্যাবলী পরিবেশন করা যাক। একঘেয়েমি কাটবে আর অল্পের মধ্যে ভূমার প্রকাশ করে পাঠকের ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাও হয়ে যাবে।

১। রেডিওতে প্রথম গান।

আমার গানেতে এলে নবরূপে চিরন্তনী।

কথাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়; সুর: কমল দাশগুপ্তের 'তোমার হাসিতে জাগে প্রাণের বাসন্তিকা' র অনুরূপ।

২। প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড। কলম্বিয়া রেকর্ডস। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

জানিতে গো যদি তুমি / বল গো বল মোরে G.E.1664 (1937)

গীতিকার: নরেশ্বর ভট্টাচার্য; সুরকার: শৈলেশ দত্তগুপ্ত।

৩। প্রথম নেপথ্য সঙ্গীত বা প্লেব্যাক। নিমাই সন্ন্যাস (১৯৪০) ছবিতে।

গীতিকার: অজয় ভট্টাচার্য; সুরকার: হরিপ্রসন্ন দাস।

৪। প্রথম রেকর্ডের গানে সুরকার। ১৯৪৩।

কথা কয়োনাক শুধু শোন / আমার বিরহ আকাশে G.E. 2593 (1943)

গীতিকার: অমিয় বাগচী; সুরকার: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

৫। প্রথম হিন্দী গীত রেকর্ড। ১৯৪০।

সুরকার: কমল দাশগুপ্ত।

৬। প্রথম হিন্দী ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত বা প্লেব্যাক। মীনাক্ষি ১৯৪২।

গীতিকার: পণ্ডিত ভূষণ; সুরকার: পঙ্কজ মল্লিক।

৭। রেডিওতে প্রথম সুরকার বা সঙ্গীত রচনার কাজ।

মহিষাসুরমর্দিনী, ১৯৪৪।

৮। প্রথম বাঙলা ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালক। অভিযাত্রী ১৯৪৭।

গীতিকার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯। প্রথম হিন্দী ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালক। আনন্দমঠ ১৯৫২।

গীতিকার: শৈলেন্দ্র, হজরৎ জয়পুরী, জয়দেব। সুরকার: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নিজের সুরে 'কথা কয়োনাক শুধু শোন গানটি' প্রকাশিত হওয়ার পরই হেমন্ত বাঙলা গানের জগতে প্রথম সারিতে চলে এলেন। এর পর প্রতি বৎসরই তাঁর গানের বেসিক রেকর্ড বার হতে থাকল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কিছুটা পরিবেশও স্বাভাবিক হয়ে এল। এর ঠিক দুএক বছর পরেই যখন তিনি

BANGODARSHAN.COM

বাঙলা সিনেমার প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন, তখনই বোম্বাইএর হিন্দী সিনেমার জগত থেকে কিছু অফার আসতে থাকল। ১৯৪৯ সাল থেকে দু চারবার যাতায়াত করতে করতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে শশধর মুখার্জির ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে চাকরি নিয়ে পাকাপাকি ভাবে বোম্বাই চলে গেলেন হেমন্ত। তাঁর কর্মজীবনের সিংহভাগ সেখানেই কেটেছে। বোম্বাইএর খার অঞ্চলে হেমন্তর বাড়ী 'গীতাঞ্জলী' হয়ে উঠল শিল্পীদের এক তীর্থস্থান। পরবর্তী দুটি দশক কলকাতা, বোম্বাই, কলকাতা বারবার আনাগোনা করে দুদিক ম্যানেজ করেছেন তিনি। দুএকটি সিনেমায় প্লেব্যাক করার পরই তাঁর প্রথম হিন্দী ছবির সঙ্গীত পরিচালনার কাজ পেলেন ফিল্মিস্তানে 'আনন্দমঠ' ছবিতে। গানগুলি পপুলার বা জনপ্রিয় না হলেও ছবির গল্পের পটভূমিকায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ছিল, তাই সিচুয়েশন তৈরী করাতে খুব সাহায্য করেছিল। হিন্দী সিনেমার জগতে শচীন দেববর্মণের সঙ্গীত পরিচালনায় 'জাল' ছবিতে দেবানন্দের কণ্ঠে হেমন্তর গান সুপার হিট হয়ে গেল। তিনি এক নম্বরে চলে এলেন। এর পর ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফিল্মিস্তানের ব্যানারে 'নাগিন' ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করলেন, নিজে গানও গাইলেন। এই 'নাগিন' ছবিটি হয়ে গেক 'ব্লক-বাষ্টার'। হেমন্ত সঙ্গীত পরিচালকের ভূমিকাতেও প্রথম সারিতে চলে এলেন। সেই সারিতে অন্য নামগুলি ছিল, শচীন দেববর্মণ, শঙ্কর জয়কিষণ, নৌশাদ, অনিল বিশ্বাস ইত্যাদি। কিছুদিনের মধ্যে ও পি নাইয়ার এসে গেলেন। মধুমতী নিয়ে চমক দিলেন সলিল চৌধুরী। হেমন্ত যখন হিন্দী ছায়াছবিতে গান গাইতে গেলেন তখন 'ভার্সাটাইল সিঙ্গার' মহম্মদ রফি কে বাদ দিলেও হৃদয়গ্রাহী মর্মস্পর্শী রোম্যান্টিক ভয়েসে নিয়ে সেখানে বর্তমান ছিলেন, মুকেশ, তালাত মাহমুদ, উঠতি কিশোর কুমার। বেশীদিন বা সংখ্যায় খুব বেশী গান গাওয়ার সুযোগ তাই পাননি হেমন্ত। যা পেয়েছেন তার সম্যক উপযোগিতার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি করেননি। পরের ব্রেকটি পেলেন সিনেমা প্রযোজনা করে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের মৃত্যুর পরে মায়ের নাম নিয়ে ব্যবসায় নেমেই 'বিশ সাল বাদ' নামের সেই সুপার হিট ছবি তৈরী করলেন। একা এই সিনেমার লাভের টাকায় তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। বিশ সাল বাদ এর পর বাণিজ্যসফল কোন ছবি তিনি আর করতে পারেননি। আসলে সময়েরও পরিবর্তন হচ্ছিল। রাজ কাপুর, দেব আনন্দদের পর উঠে আসছিলেন শাম্মী কাপুর, জয় মুখার্জী ইত্যাদিরা। সেখানে অ্যাকশন অন্য রকম। মহিলাদের ভাব পালটাচ্ছিল। রোমান্স ধীরে ধীরে 'বয় চেজিং দি গার্ল অ্যারাউণ্ড দি ট্রি' প্যাটার্ণে চলে আসছিল। হেমন্তর ফেড হওয়ার দিন এসে গেল এক দশকের মধ্যেই। সত্যি বলতে কি স্নিগ্ধ হলেও হেমন্ত ব্যাপারটা তো একটু ফেডই হয়। যেমন বোম্বাইএ কাজ কমতে লাগল সময় বেশী দিতে লাগলেন কলকাতার কাজের উপর। অনেক কালজয়ী সুরসৃষ্টি হল। বোম্বাইএর চ্যাপ্টার ক্লোজ করার আগে একটি বিষয় উল্লেখ না করলে ত্রুটি থেকে যাবে। এই ফেনমেননটির নাম 'মুকুল দত্ত'। হেমন্তর টেম্পারামেণ্টকে ম্যাচ করে তিনি যা লিখেছেন তা শষ্যশ্যামলা বঙ্গদেশে চৌদ্দপুরুষ মাছ ভাত খেয়ে জীবনযাপন করেও কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। যাঁরা বোঝেন তাঁদের বোঝানোর মত ভাষা যোগান শক্ত। যাঁরা বোঝেন না তাঁদের জন্য ভারবৃদ্ধি করে লাভ নেই মুকুল দত্ত যা করার করে গেছেন। যাঁরা জানেন না তাঁদের জানাই 'তার আর পর নেই নেই কোন ঠিকানা'র 'তার পর' হুইস্পারটি যার চাঁদমুখনিসৃত, তিনি মুকুল দত্তের সহধর্মিণী চাঁদ উসমানী। ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫ এই তিরিশ বছর হেমন্তর জীবনের কর্মব্যস্ত অংশ বলা যার। এর আগের দশক ফেড-ইন আর পরের দশক ফেড-আউট ধরলে তাঁর পঞ্চাশ বছরের সঙ্গীতজীবনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করতে কোন অসুবিধা হবে না। এই জীবনীর পরেই তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। সেগুলির মধ্যে কোন কোনটির বিশেষ গুরুত্ব থাকলেও যেগুলি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, সেগুলি বাদে বাকীগুলির বিবরণী অংশে উল্লেখ করা হল না।

গানের স্ট্যাটিস্টিক্স আর গল্প এক জিনিস আর গান আর এক জিনিস। হেমন্তর কোন গানটি কেমন তা অনেকে অনেক ভাবে বলেছেন। তিনি নিজে যেগুলিকে তাঁর প্রিয় গান বলেছেন, অধিকাংশের মতে সেগুলি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়। কিঞ্চিত সানুনাসিক পরিবেশনের যুগ থেকে ধীরে ধীরে বাঙলা গান যখন বেরিয়ে আসছিল তখন হেমন্ত স্পষ্ট অথচ মেদুরতা মাখানো রোমাণ্টিক কণ্ঠস্বর নিয়ে আসরে এলেন আর তার সাফল্যের সঙ্গেই

নাসিকাপ্রসূত রোমান্টিসিজম এর যুগ শেষ হয়ে গেল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শাপমোচন ছবির 'শোন বন্ধু শোন'র সেই উদাত্ত কণ্ঠের বলিষ্ঠ আহ্বান সবলে আধুনিক যুগকে এবং আধুনিক গানকে কয়েক দশকের একঘেয়েমির বন্ধন থেকে মুক্ত করল। 'পথের ক্লান্তি ভুলে' এবং 'তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ' সংযত ভাব পরিবেশনের ক্ষেত্র আর একটি দৃষ্টান্ত তৈরী করল। তাঁর ব্যালাড ধর্মী 'গাঁয়ের বধূ' বা 'পাল্কীর গান' বা 'রাণার' অনেকের খুব ফেভারিট এবং ঐতিহাসিক কারণে হেমন্ত নিজে গাঁয়ের বধূকে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মনে করতেন। তবে গানের জগতে এগুলি দীর্ঘ কবিতার সুরেলা পাঠ মাত্র। কবিতাপ্রিয় বাঙালীর কাছে আবৃত্তির থেকে বেশ কিছুটা উচ্চমানের এই পরিবেশনা নূতন ও মনোগ্রাহী হয়ে ওঠা আশ্চর্য কিছুই নয়। আবার কবিতা গুলিও অত্যন্ত উচ্চমানের দৃশ্যকবিতা। এগুলি আলাদা একটি ক্লাস, গানের মাপকাঠিতে শ্রেষ্ঠ না হলেও বিনোদনের কার্যকারিতায় শ্রেষ্ঠ। হেমন্তর কণ্ঠে প্রায় পঞ্চাশটি গান জনপ্রিয়তায় প্রথম স্থানের কাছাকাছি থাকবে চিরকাল। এদের মধে কোনটি সর্বোত্তম সে আলোচনা না করাই ভাল। তবে হেমন্ত নিজে 'মুছে যাওয়া দিনগুলি', 'তার আর পর নেই', 'ও আকাশ প্রদীপ জ্বেল না' এবং 'তুমি এলে অনেক দিনের পরে যেন বৃষ্টি এল' গানগুলির কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন। আমরা 'ও নদীরে একটি কথা শোনাই শুধু তোমারে' গানটির নামও জুড়ে দিই। আরও উদার হতে গেলে সেই পঞ্চাশ সংখ্যার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। তাঁর হিন্দী ছায়াছবিতে গাওয়া গানগুলি সুরে ভাবে বাঙলা গানের এত কাছাকাছি যে বাঙালী শ্রোতা ওসব নিয়ে চিন্তা করতে পারতেন না। আর অবাঙালীদের কাছে শ্যামল বাঙলার বৃষ্টিস্নাত পল্লব ছুঁয়ে আসা 'দখিনা পবন' এর সুখানুভুতি নিয়ে এল হেমন্তর স্নিগ্ধ স্বর। সেই 'তেরে দ্বার খাড়া' যোগীটিকে ইগ্নোর করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তিনি সেই দ্বার ভেঙে ঢুকলেন না। তাঁকে বরণ করে নিল পূরো ইণ্ডাষ্ট্রী আর কোটি কোটি সাধারণ মানুষ। জয় জয়কারের মধ্যে তাঁর অভিষেক হল। এই সুখশ্রাব্যতার রেশ কালের নিয়মে একদিন ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কিন্তু কালজয়ী সৃষ্টিগুলি অমর হয়ে হেমন্তকে অবস্মরণীয় করে রেখে দিল। একটা কথা না বললে হেমন্তর স্মৃতির প্রতি অবিচার করা হবে। কীর্তনাঙ্গ গানে হেমন্তর অল্প যে কটি উদাহরণ আছে তাতে 'নদের নিমাই' এযুগে জন্মালে কোন গলায় গান গাইতেন তা সহজেই বোঝা যায়। দু লাইনের 'কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে'র সঙ্গে 'পালাবার পথ নাই' এর বিস্ময়কর সংযোজন অতুলনীয়। কিন্তু কোটিপতি রাজসিক স্বভাবের বোম্বাই প্রবাসী হেমন্তকে কীর্তন গায়ক হতে হবে এটা বলার স্পর্ধা কারও ছিল না। হয়নি, হলে ভাল হত। আরও কত কি হয়নি। যখন তাঁর গলা সুস্থ ছিল যখন তিনি যুবক ছিলেন, তখন তাঁকে দিয়ে আরও গান করানো হয়নি। হলে ভাল হত, নাকি 'আরও, ভাল হত'। পল্লীগীতি বিশেষতঃ ভাটিয়ালী কোথায় যেতে পারে তা তিনি 'জীবনপুরের পথিক রে ভাই' গেয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। 'ওই রাজার দুলালী সীতা বনবাসে যায় রে' অথবা 'বিষ্ণুপ্রিয়া গো আমি চলে যাই' যাত্রা ঘরানার অদ্ভুত শুদ্ধ পরিবেশনা। দু একবার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঝলকও দেখিয়েছেন। তবে তা গৌণ। হেমন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ; সফ্ট সোবার ন্যারেশনে, সুরে গায়নে বা পঠনে। সেই বহড়ু নেই, সেই ভবানীপুরও নেই। নেই ধুতি, নেই হাতাগোটানো বাঙলা শার্ট, নেই সেই ট্রামযাত্রা, রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বৃক্ষশ্রেণী বা গড়ের মাঠে বলখেলা। নেই বাঙলা স্কুল, নেই বাঙালী; হেমন্তর স্নিগ্ধ স্বর বিজাতীয় পরিবেশে শুষ্ক তপ্ত হাওয়ায় বাঙালীর মৃত আত্মার জন্য হাহাকার করে ভেসে বেড়ায়।

মহাপুরুষদের জীবনী লিখতে গিয়ে পাতার হিসাব রেখে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই অ্যাবরাপ্ট ক্লোজ করার প্রচেষ্টায় তাঁর জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করে জীবনী অংশের সমাপ্তি ঘটালে ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কা কম। অনেকেই জানেন যে পরিণত বয়সে হেমন্তবাবুকে পদ্মশ্রী দিয়ে সম্মানিত করার প্রস্তাব এলে তিনি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। অন্ততঃ পদ্মভূষণ দিতে হবে, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। কিন্তু বাঙালী মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর হস্তক্ষেপ সত্তেও কিছুই হয়নি। আমাদের ভাগ্যে এতদূরই হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর শরৎ চট্টোপাধ্যায় অ্যাভিনিউর ফ্ল্যাট থকে মূল্যবান জিনিসপত্রের সঙ্গে সব মেডেল স্মারক ইত্যাদি চুরি হয়ে যায় ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। চুরির কোন কিনারা হয়নি, কোন কিছু উদ্ধারও হয়নি। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ---------তারিখে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়

কলকাতায়। তখন তিনি বোম্বাইতে ছিলেন। মায়ের মৃত্যুসংবাদ টেলিফোনের পাবার পর কিভাবে একটি জাল (জাপান এয়ারলাইন্স্) ফ্লাইটে তাঁর পরিবারের আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এয়ারলাইন্স্ ও এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ সেটা তিনি বলেছেন অনেককে। তিনি মনে করতেন তাঁর মায়ের আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছিল। সেই বছরই তিনি 'বিশ সাল বাদ' ছবিটি প্রযোজনা করেন, এবং এই একটি ছবিই তাঁকে সারা জীবনের পাথেয় যোগায়। এটিও তাঁর মায়ের দান বলে তাঁর ধারণা ছিল। উত্তমকুমারের মৃত্যুতে তাঁর বক্তব্য 'উত্তম আমার ভাই', কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তাঁরা দুজনে একই ভাবের দুই বহিঃপ্রকাশ। এর কিছুদিন পরে তাঁর নিজেরও স্ট্রোক হয়। কণ্ঠস্বরের ক্ষতিও হয়ে গেল। বুঝতে পারছিলেন, একট যুগ শেষ হওয়ার মুখে। বোম্বাইতে তাঁর বাড়ী গীতাঞ্জলি ছেলের আমলে 'গীতাঞ্জলি' নামের একটি অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে পরিণত। হেমন্ত নামটা জোড়ার কথা বংশধরেরা ভাবতে পারেন নি। হেমন্তর বাংলাদেশ যোগাযোগের কথা সুবিদিত। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কিছু পরই ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে যান এবং সম্বর্ধনা লাভ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ হয়েছিল। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার বাংলাদেশে যান। এবার তাঁকে অসাধারণ সম্বর্ধনা দেয় ঢাকার মানুষ। কলকাতায় তাঁর নামে যে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে (সি. আই. টি. স্কিম নং XLVII (লেক ভিউ রোড জং হইতে রাসবিহারী এভিঃ জং পর্যন্ত)) তা নিয়ে কিছু না বলাই ভাল। দুর্গাপুরে একটি ছোট রাস্তা তাঁর নামে করা হয়েছে। এর বেশী কিছু তাঁর প্রাপ্য নয়। তিনি যাদের জন্য গান গেয়েছেন, তারা এতই ছোট, এতই হীন। শূদ্রায়িত বঙ্গের ক্ষুদ্রমনা মানুষের দলে হেমন্তর উদার উদাত্ত কণ্ঠ, বা রাজসিক মহানুভবতা কোন কাজের জিনিস নয়। হেমন্তর পুত্র জয়ন্ত ও পুত্রবধু মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় মুম্বাইতে থাকেন। তাঁদের দুই কন্যা সুপ্রতিষ্ঠিত। কন্যা রাণুর জীবন ততটা সফল নয়। গৌতম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহের পর বাবার সংসর্গে বঞ্চিত। হেমন্তর লিগেসী লোপ পেয়েছে। আছে তাঁর গান আর ব্যক্তিত্বের অল্প কিছু পরিচয়। দরিদ্র হতশ্রী বাঙালী সমাজ এটা হারাতেও বেশী দেরী করবে বলে মনে হয় না।

জীবনের সম্বন্ধে কিছু বলার পর গানের কথায় আসা যাক। তবে গানের আলোচনা নয়, কেবল নীরস লিষ্ট বা স্ট্যাটিষ্টিক্স। তাঁর গাওয়া গানগুলির একটি প্রায় সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করেছেন শ্রী জয়দীপ চক্রবর্তী। সেই তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গীতসৃষ্টির বিবরণ দেওয়া হল। পাঠকদের অনুরোধ, ভুল থাকলে বা কিছু অন্তর্গত না হলে আমাদের জানান, bangodarshan@gmail.com ঠিকানায়। সকলের চেষ্টায় হেমন্তর স্মৃতিচারণ ঋদ্ধ হয়ে উঠুক। এই সব তথ্যের সঙ্গে শ্রী শঙ্করলাল ভট্টাচার্য কৃত পূর্বের তালিকা ও শ্রী অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় কৃত ইংরাজী তালিকাও ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রী সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় এর সহযোগিতা ও উপদেশ তালিকাটিকে পাঠকের কাছে মনোগ্রাহী করতে সাহায্য করেছে।

উপরের জীবনকাহিনী গায়ক হেমন্তের, যা "হেমন্তের স্নিগ্ধ স্বর" নামে বঙ্গদর্শনের মধুর সঙ্গীত বিভাগের গায়ক/গায়িকা বা সিঙ্গার অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হচ্ছে। সুরকার হেমন্ত গায়ক হেমন্তের বাই-প্রডাক্ট। কিন্তু সুরকার হেমন্তের কর্মকাণ্ড বিশাল। তিনিই বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার, সংখ্যায় এবং গুণমানে। সহস্রাধিক গানে সুর দিয়েছেন হেমন্ত। প্রায় দেড়শো সিনেমার তিনি সুরকার। এর সম পরিমাণ আছে হিন্দীতে। যদিও এই সব গানের অধিকাংশ হেমন্তের নিজের গান, তবুও বাকী এক অংশের গৌরবেই হেমন্ত এক নম্বরে যাবার যোগ্য। গানগুলি অতি পরিচিত, সর্বত্র পাওয়া যায়। সুতরাং তার বিশ্লেষণ না করে, যেটুকু না বললে নয়, তাই বলে বিবরণী শেষ করা যাক। সমরেশ রায় হেমন্তের সহকারী পরিচালক, (মুরলী বাজে প্রেম বৃন্দাবনের গায়ক) বন্ধুর কাজ করে গেছেন আজীবন। এই নীরব সহকারী না থাকলে হেমন্তর সৃষ্টিগুলি কতটা সফল হত বলা শক্ত। আরও কয়েক জন ছিলেন, যন্ত্রীদের কথা কেউ বলে না। সে সব উপযুক্ত সময়ে সঠিক স্থানে বিবৃত হবে।

BANGODARSHAN.COM

বেসিক রেকর্ড

আমি পাহাড়ী ঝর্ণা	ঝর্ণা দে		GE 2592	১৯৪২
মনে আছে	ঝর্ণা দে			১৯৪২
ওগো চির বেদনার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শিশির সেন	GE 2604	১৯৪৩
কত ব্যথা আমি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শিশির সেন		১৯৪৩
আজিও কি হায় অঙ্গনে	অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	নরেশ্বর ভট্টাচার্য	GE 2637	১৯৪৩
তব মিলনের লগনে	অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী		১৯৪৩
এস কুঞ্জে গো মধু জোছনায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী	GE 2684	১৯৪৪
আজ কোন কথা নয়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী		১৯৪৪
মোর ব্যথা যমুনার দুই তীরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী	GE 2783	১৯৪৫
বাদল মেঘের ছায়ায় ছায়ায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী		১৯৪৫
কেন চম্পক জাগিল না	সমরেশ রায়	অমিয় বাগচী	GE 2816	১৯৪৫
সে কোন ভাদরে	সমরেশ রায়	অমিয় বাগচী		১৯৪৫
আজিও কি মোর ফুরালো	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	শিশির সেন	H 1184 G	১৯৪৫
ফাগুন বনের পাখী	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রভব মুখোপাধ্যায়		১৯৪৫
সেই যে মাধবী রাতি	আভা বসু	সুশীল ঘোষ	H 1193 G	১৯৪৫
ঝরে আঁখি লোর	আভা বসু	সুশীল ঘোষ		১৯৪৫
স্বপন ঘুমে মগন ছিলেম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অলকা উকিল	GE 2970	১৯৪৬
মনে হল তুমি এলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অলকা উকিল		১৯৪৬
মাধবীর স্বপনে এসেছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী	GE 2917	১৯৪৬
তোমার দুয়ার খানি খোলা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী		১৯৪৬
নামে ব্যথিত বাদল সন্ধ্যা	বেলা মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী	H 1222 G	১৯৪৬
স্বপনের আঙিনায়	বেলা মুখোপাধ্যায়	নরেশ্বর ভট্টাচার্য		১৯৪৬
সেদিন আকাশে উঠেছিল চাঁদ	অপর্ণা বসু রায়	দিলীপ সরকার	GE 2931	১৯৪৬
জানি প্রিয় জানি	অপর্ণা বসু রায়	মোহিনী চৌধুরী		১৯৪৬
যদি কভু পড়ে মনে	রাজা গঙ্গোপাধ্যায়	সুধীর মুখোপাধ্যায়	H 1259 G	১৯৪৬
বনপথে নিরালায়	রাজা গঙ্গোপাধ্যায়	কার্তিক দেব		১৯৪৬
জয় হোক শুভদিন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	GE 7340	১৯৪৭
গাও তাহাদের গান	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়		১৯৪৭
তোমার পায়ের কাছে সহঃ বেলা ও সমরেশ রায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7093	১৯৪৭
কথা ছিল, কথা ছিলসহঃ বেলা ও সমরেশ রায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৪৭

BANGLADARSHAN.COM

হারিয়ে গেলাম	বেলা মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী	H 1271 G	১৯৪৭
মাধবী জাগো	বেলা মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী		১৯৪৭
মালাখানি মোর	শেফালী বসু(মিত্র)	নির্মল দেব	RL 1427	১৯৪৭
রহি যবে আনমনে	শেফালী বসু(মিত্র)	সুধীর মুখোপাধ্যায়		১৯৪৭
শুধানু কত যে তারে	অণিমা দাশগুপ্ত	অলকা উকিল	GE 7126	১৯৪৭
শ্রাবণ কাঁদিয়া যায়	অণিমা দাশগুপ্ত	অলকা উকিল		১৯৪৭
স্বপন সাগর পার হতে	সুধীন চট্টোপাধ্যায়	নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়	H 1282	১৯৪৭
তুমি কি দেখেছ প্রিয়	সুধীন চট্টোপাধ্যায়	সুধীন্দ্র নিয়োগী		১৯৪৭
কোন স্বপনের অচিন পুরে	বেলা মুখোপাধ্যায়	নরেশ্বর ভট্টাচার্য	H 1289	১৯৪৭
ফাগুন বনের পাখী	বেলা মুখোপাধ্যায়	সুধীর সরকার		১৯৪৭
আমলকী বন(প্রিয়তমা ছবির গান)	সুপ্রভা সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	H 1319	১৯৪৮
আমলকী বন(প্রিয়তমা ছবির গান)	সুপ্রভা সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৪৮
এনেছিনু তব দ্বারে	সুশীল চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র	H 1324 G	১৯৪৮
বাঁশী শুধু জানে হায়	সুশীল চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র		১৯৪৮
তোমার ভুবন মাঝে	প্রফুল্ল সিন্‌হা	প্রফুল্ল সিন্‌হা	H 1329 G	১৯৪৮
এ জনমে প্রিয়া	প্রফুল্ল সিন্‌হা	অজিত দে		১৯৪৮
ওই নীল গগনের সুদূর	শচীন গুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7284	১৯৪৮
ওই	শচীন গুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৪৮
রাতের নীরবতা	শচীন গুপ্ত	সুখময় ভট্টাচার্য	GE 7381	১৯৪৮
কুঞ্জের মাধবী দোলে	শচীন গুপ্ত	সুখময় ভট্টাচার্য		১৯৪৮
আঁখি জানে আঁখি জল	সত্যেন দেব	সুধীর সরকার	RL 1479	১৯৪৮
বারে বারে শুধু	সত্যেন দেব	রমেন চৌধুরী		১৯৪৮
তোমার বিরহ চোখে আনে জল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7268	১৯৪৯
ওই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী		১৯৪৯
এই তো এলে এখনি নাইবা গেলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7775	১৯৪৯
ফুরালো সুর ফুরালো গান	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৪৯
কেন আজি অকারণ	বেলা মুখোপাধ্যায়	হীরেন বসু	H 1358 G	১৯৪৯
চঞ্চল মৌসুমী বায়	বেলা মুখোপাধ্যায়	হীরেন বসু		১৯৪৯
জ্বালিব নয়নে দীপালি	নিবেদিতা দাশ	দীনেশ দাস	GE 7598	১৯৪৯
‘দিনের পর দিন’ বাণীচিত্রের গান				১৯৪৯
আমার ভুবন হতে	সমরেশ রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7612	১৯৪৯
এই যে মোদের মিলন হল	সমরেশ রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৪৯
এই আছো এই নাই	বেলা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7664	১৯৪৯
বল কিবা চাও গো	বেলা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৪৯

BANGLADARSHAN.COM

হৃদয় তোমার ভরিয়ে দেব	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7647	১৯৪৯
"স্বামী ছায়াছবির গান"	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৪৯
ঝরে যাওয়া মালা খানি	মল্লিকা রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	H 1453	১৯৪৯
সুরকার অনুপম ঘটকের সুরে গান				১৯৪৯
ফুল দিয়ে মোর ভুল হল	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র	N 31243	১৯৫০
কাছে এলে মোর বলিতে পারি না	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	পবিত্র মিত্র		১৯৫০
শুধু নয়নের জলে	সমরেশ রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7767	১৯৫০
দুজনের কূজনে	সমরেশ রায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৫০
গুন গুন গুন সুরে	বেলা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7778	১৯৫০
কৃষ্ণচূড়া ঝরে	বেলা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৫০
ভরা ঘট ছলছলি (দুই পিঠ)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 7962	১৯৫১
মোর সপ্তসুরের সপ্তডিঙা	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N 8000 L	১৯৫২
দিলীপ সরকারের সুরে গান	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়			১৯৫২
হৃদয় দুয়ারে আসি	বাণী সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	H 1589	১৯৫৩
যে ফুল ঝরিল	বাণী সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৫৩
বল্লভ ফিরে গেছে	সুপ্রভা সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	N 82596	১৯৫৩
ওই	ওই	ওই		১৯৫৩
যবে শেষের প্রহরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 24705	১৯৫৪
এখনি কেন যাবে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৫৪
কে গো তুমি ওগো	ঊর্মিলা	??? 'নাগিন' এর সুর	KLM 3001	১৯৫৪
আমার হৃদয় দুয়ারে	ঊর্মিলা	??? 'নাগিন' এর সুর		১৯৫৪
আজি এই চাঁদিনী রাতে	অসীমকুমার ও শেফালী	??? 'নাগিন' এর সুর	KLM 3124	১৯৫৫
ওই চাঁদ জানে	অসীমকুমার ও শেফালী	??? 'নাগিন' এর সুর		১৯৫৫
অভিমানী জানে না মন তার মানে	ইলা চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র 'নাগিন' সুর	N 82658	১৯৫৫
মন দোলে মোর প্রাণ দোলে	ইলা চক্রবর্তী	পবিত্র মিত্র 'নাগিন' সুর		১৯৫৫
যদি আজ রাতে	অমল মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 24782	১৯৫৬
মোর জীবনের নিভৃত বাসর কোণে	অমল মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৫৬
ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলোনা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE 24923	১৯৫৮
কত রাগিণীর ঘুম ভাঙাতে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৫৮
প্রেম একবারই এসেছিল জীবনে	লতা মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE24912	১৯৫৮
ও পলাশ ও শিমুল কেন এ মন মম	লতা মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE24912	১৯৫৮
চুপ চুপ লক্ষ্মীটি শুনবে যদি গল্পটি	অমল মুখোপাধ্যায়	অনিল দাশগুপ্ত	GE 24877	১৯৫৮

BANGLADARSHAN.COM

এই পৃথিবীতে সারাটি জীবন	অমল মুখোপাধ্যায়	কল্যাণ দাশগুপ্ত		১৯৫৮
কোন দিন বলাকারা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE 24976	১৯৫৯
জানি না কখন তুমি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	GE 249**	১৯৫৯
চাঁদের থেকে অনেক দূরে	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ		১৯৫৯
দেখ শুকতারা	অমল মুখোপাধ্যায়	কল্যাণ দাশগুপ্ত		১৯৫৯
ফুলের কানে কানে	বেলা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 24959	১৯৫৯
কেন চলে যাবে	বেলা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৫৯
অলির কথা শুনে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE25022	১৯৬০
আমি দূর হতে তোমারে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৬০
সেদিন বসন্তবেলা	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	JNG 6068	১৯৬০
আমায় ভুলবে কি	নীতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৬০
??????	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE 30845	১৯৬১
তুমি কখন যে এসে চলে গেছ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৬১
কে যেন দোল দিয়ে যায়	গীতা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	JNG 6103	১৯৬১
এই রক্ত রাঙা	গীতা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৬১
এমন লগন যেন বারে বারে	পরেশচন্দ্র সিংহ	পরেশচন্দ্র সিংহ	H 1969	১৯৬১
কৃষ্ণচূড়ার বনে বনে	পরেশচন্দ্র সিংহ	নির্মল দেব		১৯৬১
শুধু দুটি কথা শুনে	গোরাচাঁদ পাল	গোরাচাঁদ পাল	H 8146	১৯৬২
তোমার আশায় পথ চেয়ে রই	গোরাচাঁদ পাল	গোরাচাঁদ পাল		১৯৬২
আরো ভাল হোত	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	GE25196	১৯৬৪
হাজার বছর ধরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		১৯৬৪
বন্ধু তোমার পথের সাথী কে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	GE25230	১৯৬৫
ও দুটি আঁখি যেন পাখী লাগে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		১৯৬৫
নিজেকে প্রশ্ন করি	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	GE 25199	১৯৬৫
সেই মন কোথায় তোমার	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ		১৯৬৫
চলে চলে মাঝখানে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	GE25264	১৯৬৬
আমার জীবন যেন একটি খাতা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৬৬
জীবনের হাট থেকে প্রাণের বাসর	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	GE25287	১৯৬৭
চোখে যদি জল করে টলমল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		১৯৬৭
পদ্মদীঘির ধারে ধারে	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	GE 25297	১৯৬৭
তীরের থেকে অনেক দূরে	অমল মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		১৯৬৭
মনকে কিছু বোলো না	মুকেশ মাথুর	মুকুল দত্ত	GE 83246	১৯৬৭
আমার মনের কত সুখ নিয়ে	মুকেশ মাথুর	মুকুল দত্ত		১৯৬৭

BANGLADARSHAN.COM

ফেরানো যাবে না আর	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	GE25321	১৯৬৮
ঘুম নেই চোখে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		১৯৬৮
এ যদি আকাশ হয়	তালাত মেহমুদ	মুকুল দত্ত	N 83291	১৯৬৮
চোখের জলের দাগ ধরে	তালাত মেহমুদ	মুকুল দত্ত		১৯৬৮
মিছে দোষ দিও না আমায়	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	GE 25326	১৯৬৮
আঁধার আমার ভাল লাগে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		১৯৬৮
গান শোনাবার লগন এল	অরূপ দাশগুপ্ত	অজিত দত্ত	JNG 6319	১৯৬৮
পদ্মকলি নয়ন দুটি	অরূপ দাশগুপ্ত	অজিত দত্ত		১৯৬৮
লাজে রাঙা আঁখি দুটি	জয়ন্ত দে সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	JNG 6318	১৯৬৮
পানকৌড়ি পানকৌড়ি	জয়ন্ত দে সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৬৮
সংসারেরি সর্বজীবে	হীরালাল সরখেল	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	3222 0239	১৯৬৯
মাগো দে মা কোলে ঠাঁই	হীরালাল সরখেল	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৬৯
টগ্ বগ্ টগ্ বগ্	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	45GE 25367	১৯৬৯
মনে হয় আবার আমি	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ		১৯৬৯
আমার মনে কি বেদনা	দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	প্রণব রায়	45GE 25334	১৯৬৯
যদি জানতাম কেউ আসবে	দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		১৯৬৯
আমি তোমার কাছে বারে বারে	উৎপলা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	JNG 6251	১৯৬৯
ওগো রাত তুমি কাছে	উৎপলা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৬৯
সেই শান্ত ছায়ায় ঘেরা	চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45N 83357	১৯৭০
কিছু বোলো না	চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭০
আমিও পথের মত হারিয়ে যাব	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45GE25413	১৯৭১
অনেক অরণ্য পার হয়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭১
মা গো তোমার ভাবনা কেন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৭১
এদেশের মাটির পরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৭১
হরিণের মত তার সুমধুর চোখ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৭১
বাঙলার দুর্জয় জনতা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৭১
ভেব না গো মা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	ECLP2514	১৯৭১
বাঙলা দেশের হৃদয় হতে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	???		১৯৭১
আমিও শ্রাবণ হয়ে	রাণু মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	45N 83429	১৯৭১
ভালবেসে এত কান্না	রাণু মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		১৯৭১
হরিবোলে প্রেমে গলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	স্বামী সত্যানন্দ	SEDE3047	১৯৭২
দুখেই যদি বুক ভরে মা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	স্বামী সত্যানন্দ		১৯৭২
প্রভু তুমি আমার গানের মালা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	স্বামী সত্যানন্দ		১৯৭২
চোখের জলে দুটি কথা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	স্বামী সত্যানন্দ		১৯৭২
আমায় পুতুল নিয়ে খেলতে	রাণু মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	45N 83495	১৯৭২
একটা হ্যাঁ কিংবা না	রাণু মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৭২

BANGLADARSHAN.COM

বঁধুয়ারে কেন ভুলে গেলে তুমি	হৈমন্তী শুক্লা	মুকুল দত্ত	???	১৯৭২
???	হৈমন্তী শুক্লা	???		১৯৭২
লাল নীল সাদা কালো উড়ছে ঘুড়ি	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	45GE 25471	১৯৭২
টাক ডুমাডুম টাক ডুমাডুম	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ		১৯৭২
কতদিন পরে এলে একটু বসো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45GE25507	১৯৭৩
সেদিন তোমায় দেখেছিলেম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৩
তুমি যদি খবর দিতে	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	SLH 286	১৯৭৩
তুমি যে কত কথা বলতে আমায়	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৩
সবাই দেখেছে শুধু মুখের হাসি	অসীমা ভট্টাচার্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	JNGS6323	১৯৭৩
সেদিন তুমি চাইলে কেন	অসীমা ভট্টাচার্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৩
এ আমার কি যে হল	উৎপলা সেন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	????	১৯৭৩
ও বৃষ্টি তুমি থামো	উৎপলা সেন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৩
তুমি চলে গেলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45GE25485	১৯৭৪
না যেও না তুমি যেও না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৪
বড় সাধ জাগে একবার তোমায়	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45N 83554	১৯৭৪
ক্লান্ত শেফালীরা ঘুমিয়ে পড়েছে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৪
ওগো স্বপ্ন গোলাপ	জয়ন্তী সেন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45GE25517	১৯৭৪
আকাশ রামধনু রঙ মেখে	জয়ন্তী সেন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৪
চলিতে চলিতে পথে তোমায় দেখে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য	S/33 ESX 4264	১৯৭৫
পাখী তুমি কেন গাও	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
অমন ডাগর ডাগর চোখে কেন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
এই যে নদী নদীরে -	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
বনে কি আগুন লেগেছে	নচিকেতা ঘোষ			
যদি জানতেম অঞ্জন দিলে নয়ন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
যখন জমেছে মেঘ আকাশে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
যাবার আগে কিছু বলে গেলে না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
দিন চলে যায় সবই বদলায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
তুমি কি যে বল বুঝি না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
তুমি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
আর এক নতুন কোন পৃথিবী	বনশ্রী সেনগুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	45N 83554	১৯৭৫
রাংতা ঝলে রূপোও ঝলে	বনশ্রী সেনগুপ্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৭৫
ঘুরতে ঘুরতে ভোমরা একটা	রাণু মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45GE25517	১৯৭৫
সেই দুপুর থেকেই বৃষ্টি	রাণু মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৫

BANGLADARSHAN.COM

তুমি এখন অনেক দূরে বসে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	S/SLDE 105	১৯৭৬
অনেক রাত ঝিমানো চাঁদ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		
গভীর রাতে হঠাৎ জেগে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		
সেই সে ফুলের গন্ধ	????	????		
অনেক বারের	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৬
তুমি বিশ্বমাতা ব্রহ্মময়ী	লতা মঙ্গেশকর	শ্যামল গুপ্ত	দেবীং দুর্গতি নাশিনিং মহালয়া	১৯৭৬
না না না চলে যেতে বোলো না	সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	45N 83574	১৯৭৬
তোমার চোখেরই জল মুখের হাসি	সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ		১৯৭৬
আমি শুনেছি তার চরণধ্বনি	শিপ্রা বসু	অজয় ভট্টাচার্য	ESCD 2543	১৯৭৬
????	শিপ্রা বসু	????		১৯৭৬
ওগো মেঘ তুমি উড়ে যাও	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	SEDE 3128	১৯৭৭
আমি ভাবছিলাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		
কেন ডাকলে আমায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		
কত কথা ছিল মনে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		
ও তার রূপের চতুর্দশীর চাঁদ	সুধীন সরকার	বরুণ বিশ্বাস	45N 83600	১৯৭৭
শুধু একটি ফুলের জন্য	সুধীন সরকার	বরুণ বিশ্বাস		১৯৭৭
মেঘে ঢাকা আকাশের নীচে	রাণু মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	45GE25534	১৯৭৭
তুমি হঠাৎ আবার কেন	রাণু মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ		১৯৭৭
কাছে আসার মত কাউকে পেলে	শিপ্রা বসু	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45N 83595	১৯৭৭
আমার ক'বার মরণ হবে বল	শিপ্রা বসু	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৭
কত দূর আর কত দূর	আরতি মুখোপাধ্যায়	সুবীর হাজরা	SEDE 3134	১৯৭৭
ফুলের গন্ধ একটু একটু	আরতি মুখোপাধ্যায়	সুবীর হাজরা		১৯৭৭
কত সহজ দেখায় দেখার গুণে	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	45N 83596	১৯৭৭
তোমায় পেয়ে সবই পেলাম	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৭
আমি পঞ্চনদে ছেলে এসেছি	অমৃক সিংহ অরোরা	বরুণ বিশ্বাস	3126-3012	১৯৭৭
রূপসী দোহাই তোমার	অমৃক সিংহ অরোরা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৭
হে লীলা রঙ্গিনী সুধা তরঙ্গিনী	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্যামল গুপ্ত	শ্যামল গুপ্ত	দেবিং দুর্গতিনাশিনিম	১৯৭৮
কে জাগে (বাকী ছ'টি গান অন্য সুরকারের)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সজনীকান্ত দাস	ECSD 2578	১৯৭৮
তুমি যদি সূর্য হও	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	S/SEOE 3143	১৯৭৮
সেই সে কোকিলা এমন ফাগুনে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৮
এত সাজে সেজে বঁধু	অমৃক সিংহ অরোরা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	3126-3037	১৯৭৮
??????	অমৃক সিংহ অরোরা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৮

BANGLADARSHAN.COM

নয়নে কাজল দেখে	জয়ন্তী সেন	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	3226-0226	১৯৭৮
আমার নাকছাবিতে জ্বললো হীরে	দিলীপ চক্রবর্তী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৮
সে পেয়েছে মনের গোলাপ	জয়ন্তী সেন ও দিলীপ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৮
লাল পাহাড়, নীল পাহাড়	চক্রবর্তী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৮
মেঘের মাঝে ঐ যে ভাসে	অনুপ ঘোষাল	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	ECSD???	১৯৭৮
আঁধার ভুলিতে চাই	অনুপ ঘোষাল			
এ হেন চাঁদিনী রাতে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়			
এই তো তমাল তলে	মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়			
ভক্তি পুষ্প দিয়ে মাগো	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়			
আজিকে বঁধু থেকো না দূরে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়			
আমার ভরস তুমি	আরতি মুখোপাধ্যায়			
মিটাও না এই পিয়াসা	আরতি মুখোপাধ্যায়			
ওগো হৃদয় রতন	শিপ্রা বসু			
কেন এসেছিলে কেন চলে গেলে	শিপ্রা বসু			
বাঁশী আজ ডেকো না	রাণু মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	S/SEDE	১৯৭৯
তুমি থমকে কেন গেলে	রাণু মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত	3157	১৯৭৯
আমি প্রেমের জ্বালায় জ্বলে মরি	রাণু মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৯
অতীতের ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ	রাণু মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৯
কেন ফুল ফোটে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	S/SEDE	১৯৭৯
চেও না মোছাতে চেও না	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	3153	১৯৭৯
দিনগুলি মোর	নীলা মজুমদার	প্রণব রায়	S/7EDE	১৯৭৯
আমি কোকিলা সোনা	নীলা মজুমদার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	3290	১৯৭৯
ও শাওন কেন	নীলা মজুমদার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৯
আমি সেই আমাকে দেখাব বলে	নীলা মজুমদার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৭৯
হায় এই কথাটি ভুলতে পারি না	অমল মুখোপাধ্যায়	সরিৎ সেনশর্মা	2126-3103	১৯৭৯
বছর ঘুরে এল আবার	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ		১৯৭৯
পরদেশী কোথা যাও আহা আসবে না তা , হংস মিথুন যতদিন তারা জ্বলিবে আকাশ মাটি ওই ঘুমায় শুকনা শাখার পাতা প্রিয়ার প্রেমের লিপি কথা কয়োনাক শুধু ঘুম নেই কেন চোখে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনুপম ঘটক	হীরেন বসু, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, অলকা উকিল, মুকুল দত্ত ইত্যাদি	S/33 ESX 4260	১৯৮০
তুমি তো যাবেই একদিন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়		S/SWDE	১৯৮০

BANGLADARSHAN.COM

আবার যে দেখা হল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়		3160	১৯৮০
কি করে একলা থাকবে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়		S/SWDE	১৯৮০
তুমি যাবেই চলে আমি জানতাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়		3176	
এমন করে নদীর জলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
এত বেলা হয়ে গেল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়			
আমার পূজার ফুল ভালবাসা	কিশোর কুমার	মুকুল দত্ত	S/E JNG	১৯৮০
কেন রে তুই চড়লি ওরে	কিশোর কুমার	মুকুল দত্ত	1084	১৯৮০
সে যেন আমার পাশে	কিশোর কুমার	মুকুল দত্ত		১৯৮০
চোখের জলের হয় না কোন রঙ	কিশোর কুমার	মুকুল দত্ত		১৯৮০
আজ আমার গানের	বিটু সমাজপতি	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	JNGS 6353	১৯৮০
এক এক সময় মনে হয়	বিটু সমাজপতি	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮০
দুনিয়াটা সার্কাস ভাই	অমল মুখোপাধ্যায়	সরিৎ সেনশর্মা	S/TPI 194	১৯৮০
মাগো তোমার আশিষটুকু	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ		১৯৮০
এই গান শিখেছি আমি	অমল মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ		১৯৮০
একলা বসে অলস মনের	নূপুর দত্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	S/JNGS	১৯৮১
কেন ডাক দিল পিউ কাঁহা	নূপুর দত্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	6358	১৯৮১
ও নদী তুই	গোপা বোস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	S/SALP	১৯৮১
???	গোপা বোস	???	4002	১৯৮১
বসন্তের হাওয়ায়	অসীমা ভট্টাচার্য	পার্থ মুখোপাধ্যায়	2220 225	১৯৮১
আমার মনের মন্দিরে	অসীমা ভট্টাচার্য	পার্থ মুখোপাধ্যায়		১৯৮১
আমি পারি না বোঝাতে	সীমা চক্রবর্তী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	S/GRE 1119	১৯৮১
দুষ্টু হাওয়া কনকচাঁপার	সীমা চক্রবর্তী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮১
আমায় দেখতে কালো	শক্তি ঠাকুর	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	S/7EPE	১৯৮১
রেশমী চুড়ির রিমিক ঝিমিক	শক্তি ঠাকুর	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	3347	১৯৮১
যখন আবার দেখা হল	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	S/SEDE	১৯৮১
আমার দু'চোখ বেয়ে	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	3171	১৯৮১
এবার আমায় একা থাকতে দাও	পিন্টু ভট্টাচার্য	মিল্টু ঘোষ	S/SEDE	১৯৮১
আবার এস ফিরে তুমি	পিন্টু ভট্টাচার্য	মিল্টু ঘোষ	3174	১৯৮১
ওগো স্বপ্ন তুমি চলে যেও না	হৈমন্তী শুক্লা	মিল্টু ঘোষ	S/7EPE	১৯৮১
যদি যেতে মন চায়	হৈমন্তী শুক্লা	মিল্টু ঘোষ	3398	১৯৮১
এসো মাগো হেথায় বসো	বনানী রায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	S/45 QC	১৯৮১
????	বনানী রায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	1047	১৯৮১
ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	কুমুদ রঞ্জন মল্লিক	ECSD	১৯৮৩
দীন পল্লীর মেঠো গান	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	কুমুদ রঞ্জন মল্লিক	42517	
মরুতে মনসা কেন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	হীরেন বসু	S/SEDE 3183	১৯৮৩

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধু তুমি কি সন্ধ্যার কোন তারা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত		
নাম তার মোছা গেল না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মিণ্টু দাসগুপ্ত		
ভাবনার পানসীতে মন চলে ভেসে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	S/SEDE	১৯৮৪
যখন মনের মেঘ বৃষ্টি ঝরায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ	3190	
কিছু ফুল কিছু ভুল	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	বিশ্বনাথ দাস	S/7EPE	১৯৮৫
বাঁশী কেন কাঁদে	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	3481	১৯৮৫
ভাবিনি ফুলদানিতে সখের গোলাপ	হৈমন্তী শুক্লা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	PSLP 1593	১৯৮৬
ভালবাসা সে কি শুধু দুটি চোখে	হৈমন্তী শুক্লা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৮৬
তোমার হাত ধরলাম	হৈমন্তী শুক্লা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৮৬
আমি আকাশের এক ঝরা তারা	হৈমন্তী শুক্লা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৮৬
কে তুমি শ্যামের বাঁশী বাজাও	হৈমন্তী শুক্লা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার		১৯৮৬
ওগো বৃষ্টি আমার	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮৬
একটাও ফুল ফুটলো না	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	PSLP 1596	১৯৮৬
ফুলেতে ধন্য ফাগুন	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮৬
চলে যাবে জানতেই যদি	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮৬
একটি চাঁদেই মেলে	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮৬
প্রতীক্ষা ছিল	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	বিশ্বনাথ দাস		১৯৮৬
খাঁটি সোনায় যেমন	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮৬
বলেছিলে আসবে তুমি	মুনমুন ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	S/7EPE	১৯৮৬
যে কথাটি বলব আমি	মুনমুন ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	3501	১৯৮৬
আমার ঘরে টি ভি আছে	স্বপ্না চক্রবর্তী	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	STHVS	১৯৮৬
প্রেম করে সই পাই যে যাতনা	স্বপ্না চক্রবর্তী	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	24058	১৯৮৬
ভালবাসি ভেবে যত সুখ	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	অজয় দাস	STHVS	১৯৮৭
একটু বাতাস চেয়েছিলাম	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	বিশ্বনাথ দাস	24079	১৯৮৭
তুমি এমন আগুন জ্বেলে দিলে	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	PSLP 1623	১৯৮৭
ঠিক মনে পড়ছে না	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮৭
ঠিক যেমনটি চেয়েছিলে তাই না	মুনমুন ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	STHVS	১৯৮৭
যদি ভাবো তুমি আমার কেউ নও	মুনমুন ঘোষ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	24075	১৯৮৭
মনের মিলে প্রেম যদি হয়	স্বপ্না চক্রবর্তী	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	S/SEPE	১৯৮৭
সজনে গাছে শুঁয়োপোকা	স্বপ্না চক্রবর্তী	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	3505	১৯৮৭
বলার ছিল তোমায় কিছু	রমা সানা	বিনয় গঙ্গোপাধ্যায়	S/45QC	১৯৮৭
????	রমা সানা	বিনয় গঙ্গোপাধ্যায়	1056	১৯৮৭
এ কোন ভারতবর্ষে আমরা আছি	ভূপেন হাজারিকা	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	PSLP 1635	১৯৮৭
????	ভূপেন হাজারিকা	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮৭
ভালবাসা কখন যে ভালবাসা	শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	SPHOS	১৯৮৮

BANGLADARSHAN.COM

চোখে যদি তাকে ভাল লাগে	শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	23003	১৯৮৮
পলাশ দিঘীর জলে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	PSLP 1668	১৯৮৮
চিরদিন চিরকালে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৮৮
কেন মৃদু হেসে কাছে এলে	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	STHVS	১৯৮৮
সেই এলে শুধু শুধু মেঘ করল	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	24117	১৯৮৮
তোমার তুলনা নেই	সৈকত মিত্র	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	SPHOS	১৯৮৮
বরণে কনকচাঁপা রঙ	সৈকত মিত্র	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	23004	১৯৮৮
মেঘ আছে বলে তাই বৃষ্টি ঝরে	মুনমুন ঘোষ	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	SPHOS	১৯৮৮
ভালবেসেছি বলে	মুনমুন ঘোষ	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	23005	১৯৮৮
মানুষের মাঝে এসেছিলাম	প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	তপন মুখোপাধ্যায়	3726-C349	১৯৮৮
এ জীবন নদীর মত	প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	তপন মুখোপাধ্যায়		১৯৮৮
বড় চেনা চেনা লাগছে তোমায়	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	4775??	১৯৮৯
হরিণটাকে ধরতে এসে	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৯৯
এই পান পেয়ালায় চমুক দিয়ে	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়		১৯৯৯

BANGODARSHAN.COM

বাঙলা চলচ্চিত্রের গান

অভিযাত্রী	১৯৪৭	GE7065	বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা	বিনতা রায়	রবীন্দ্রনাথ
			ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা	হেমন্ত ও বিনতা রায়	রবীন্দ্রনাথ
		???	খরবায়ু বয় বেগে	সমবেত	রবীন্দ্রনাথ
			বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও	সমবেত	রবীন্দ্রনাথ
পূর্বরাগ	১৯৪৭	???	এই দখিন হাওয়ার	হেমন্ত ও বেলা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এই আঁধারে নাই পথ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		H1234G	আজি হিয়া তব	বেলা মুখোপাধ্যায়	সুখময় ভট্টাচার্য
			আজি মোর ফুলদল	সবিতা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		H1258	তোমার সুরে কাঙাল	বেলা মুখোপাধ্যায়	অমিয় বাগচী
			জেগেছে এবার জেগেছে	সমবেত	বিমল চন্দ্র ঘোষ
প্রিয়তমা	১৯৪৮	GE 7226	এসো আর কাছে সরে	রেবার গান	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কুঞ্জের গুঞ্জন শোন ওই	রেবার গান	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE 7267	গুড ইভনিং এভরিবডি (১ম)	অজিত চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			গুড ইভনিং এভরিবডি (২য়)	অজিত চট্টোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE 7268	স্মরণের এই বালুকাবেলায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
				???	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		H 1319	খোকন সোনা চাঁদের কণা	সুপ্রভা সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আমলকী বন পেরিয়ে	সুপ্রভা সরকার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
ভুলি নাই	১৯৪৮	GE 7378	নিশিদিন ভরস রাখিস	রত্না গুপ্ত	রবীন্দ্রনাথ
			আমি ভয় করব না	রত্না গুপ্ত	রবীন্দ্রনাথ
		GE 7377	সাবধান সাবধান	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সমরেশ রায়	মুকুন্দদাস
			অজ্ঞান তম বিদূরকারিণী	ঐ	তড়িৎ কুমার ঘোষ
		GE 7279	দোল দোলাও	রত্না গুপ্ত	তড়িৎ কুমার ঘোষ
			চির চঞ্চল	রত্না গুপ্ত	তড়িৎ কুমার ঘোষ
পদ্মা প্রমত্তা নদী	১৯৪৮	GE 7379	আয়রে গোপাল আয়	রাধারাণী দেবী	
			উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে	রাধারাণী দেবী	
		GE 7449	কলকাতায় না যাইও	কুমার প্রদ্যুত নারায়ণ	
			ওরে ও পদ্মা মোদের মা	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, হেমন্ত, শচীন গুপ্ত সমরেশ রায়	তড়িত কুমার ঘোষ
সন্দীপন পাঠশালা	১৯৪৯	GE 7502	যদি তোর ডাক শুনে কেউ	সুচিত্রা মিত্র	রবীন্দ্রনাথ
			জাগ অলসশয়ন বিলগ্ন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ

BANGLADARSHAN

		GE 7505	বেঁটে খাটো থাকবো না	বেলা ও আভা মুখোপাধ্যায়	সুকুমার রায়
স্বামী	১৯৪৯	GE 7647	ওরে ঝরা বকুলের দল	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE 7648	স্বপ্ন পারের কুহু কেকার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ওরে অবুঝ তোর ভাঙা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE 7649	অঙ্গ বুঝি হল কালো	গিরীন চক্রবর্তী	প্রচলিত
			সখী যাই তবে অভিসারে	গিরীন চক্রবর্তী	প্রচলিত
দিনের পর দিন	১৯৪৯	GE 9597	আকাশ বাতাস	বিনতা রায় (বসু)	দিনেশ দাস
			গোপন চরণে চুপে চুপে	বিনতা রায় (বসু)	দিনেশ দাস
		????	একথা কি কোনদিন	নিবেদিতা দাশ	দিনেশ দাস
			জ্বালব নয়নে দীপালি	নিবেদিতা দাশ	দিনেশ দাস
জিঘাংসা	১৯৫১		আমি আঁধার আমি ছায়া আমি ---মরুমায়া	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	???
বিয়াল্লিশ	১৯৫১	GE 7662	হাতের শিকল খুলেই যদি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও রত্না গুপ্ত	তড়িত কুমার ঘোষ
			ঐ কণ্টকময় বন্ধুর পথ	দেবব্রত বিশ্বাস, সমরেশ রায় সমঃ	তড়িত কুমার ঘোষ
			ঐ কণ্টকময় বন্ধুর পথ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মহিলাকণ্ঠ	তড়িত কুমার ঘোষ
			সংশয় আর নয় আর নয়	মহিলাকণ্ঠ ও সমবেত	তড়িত কুমার ঘোষ
			সংশয় আর নয় আর নয়	সমবেত	তড়িত কুমার ঘোষ
শাপমোচন	১৯৫৫	GE30288	সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
			ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
		GE30289	শোন বন্ধু শোন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
			বসে আছি পথ চেয়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
		GE 30290	ত্রিবেণী তীর্থপথে কে গাহিল গান	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিন্ময় চক্রবর্তী	বিমল চন্দ্র ঘোষ
			কলিয়ান সঙ্গ করত রঙ্গরেলিয়া	ডি ভি পালুসকর	প্রচলিত বন্দিশ
শেষ পরিচয়	১৯৫৬	GE30351	আমার আকাশ মেঘলা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
শেষ পরিচয়	১৯৫৬	GE30351	পথ হারানো তেপান্তরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
শেষ পরিচয়	১৯৫৬	GE 30349	কত যে কথা ছিল	লতা মঙ্গেশকর	বিমল চন্দ্র ঘোষ
শেষ পরিচয়	১৯৫৬	GE 30349	গোপী জন মনচোর	লতা মঙ্গেশকর	বিমল চন্দ্র ঘোষ
শেষ পরিচয়	১৯৫৬	GE 30350	ঝুম ঝুম কর গা লে	লতা মঙ্গেশকর	রবি
শেষ পরিচয়	১৯৫৬	GE 30350	চল অ্যায়সী জগহ অ্যায় দিল	লতা মঙ্গেশকর	রবি
সূর্যমুখী	১৯৫৬	GE30341	ও বাঁশীতে ডাকে সে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

		GE30342	শ্রীরাম কহেন সীতা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE 30341	আকাশের অন্তরাগে তোমারই স্বপ্ন জাগে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30342	আমার সূর্যমুখী তোমার মুখের পানে শুধু ওগো চেয়ে চেয়ে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE 30340	আর যে পারি না সহিতে ওগো	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
তাসের ঘর	১৯৫৭	GE30367	শূন্যে ডানা মেলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
			নীরবে যত কথা	রবীন মজুমদার ও আল্পনা বন্দ্যোঃ	বিমল চন্দ্র ঘোষ
		GE30366	আমার গানে সুর ছিল	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
			জ্বালিনু মিছে দীপ	রবীন মজুমদার	বিমল চন্দ্র ঘোষ
হারানো সুর	১৯৫৭	GE30372	আজ দুজনার দুটি পথ ওগো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			তুমি যে আমার ওগো তুমি	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
নীল আকাশের নীচে	১৯৫৮	GE30417	নীল আকাশের নীচে ওই পৃথিবী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
মরুতীর্থ হিংলাজ	১৯৫৮	GE30406	পথের ক্লান্তি ভুলে (কোরাস সহঃ)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			তোমার ভুবনে মা গো এত পাপ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30407	সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ (কোরাস সহঃ)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
			হে চন্দ্রচূড় (কোরাস সহঃ)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
			দেবী প্রপর্ণীতি হরে প্রসীদ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
			দেবী প্রপর্ণীতি হরে প্রসীদ	লতা মঙ্গেশকর	প্রচলিত
লুকোচুরি	১৯৫৮	N 76062	মুছে যাওয়া দিন গুলি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		N 76062	মুছে যাওয়া দিন গুলি SAD	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		N 76074	তোমার রীতি ঐ জানালো (সহঃ রুমা গুহঠাকুরতা)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		N 76074	মায়াবন বিহারিণী হরিণী	কিশোরকুমার ও রুমা গুহঠাকুরতা	রবীন্দ্রনাথ
		N 76064	শুধু একটু খানি চাওয়া	কিশোরকুমার ও গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		N 76073	এক পলকের একটু দেখা	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			শিঙ নাই তবু নাম তার সিংহ	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		N 76064	এই তো হেথায় কুঞ্জছায়ায়	কিশোরকুমার ও রুমা গুহঠাকুরতা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		???	ছায়া ঘনায় জলকে চল	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিকার			আমায় কৃপা কর হে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GH 30416	শরমে জড়ানো আঁখি মুখপানে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

			মেলে রাখি		
			না জানি কোন ছন্দে একি দোলা জাগে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
ক্ষণিকের অতিথি	১৯৫৯		হে ক্ষণিকের অতিথি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ
			আমি তো তোমারে চাহিনি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রজনীকান্ত সেন
		GE30448	কে তুমি বসে নদীকূলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অতুলপ্রসাদ সেন
সোনার হরিণ	১৯৫৯		এত যে বুঝিতে চাই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এই যে চাঁদের আলো লাগে কত ভাল	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এই মায়াবী তিথি	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			তোমার দুটি চোখে	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
দীপ জ্বেলে যাই	১৯৫৯	GE30424	এই রাত তোমার আমার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE 30425	আর যেন নেই কোন ভাবনা	লতা মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এমন বন্ধু আর কে আছে	মান্না দে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
যৌতুক	১৯৫৯	GE30409	মনের কথাটি ওগো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এই যে পথের এই দেখা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE 30410	এই মন বিহঙ্গ	লতা মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আহা রঙ ধরেছে ফুলে ফুলে	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
খেলাঘর	১৯৫৯		আঁধারের আছে ভাষা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কহতি হ্যায় মুঝকো দুনিয়া	মহম্মদ রফি	এস এইচ বিহারী
			প্যারী বোলে বুলবুল	মহম্মদ রফি	এস এইচ বিহারী
কুহক	১৯৬০	GE30441	বিষ্ণুপ্রিয়া গো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			নবল কিশোরী গো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30442	সারাটি দিন ধরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আরো কাছে এস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30443	পেয়েছি পরশ মাণিক	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			হায় হাঁপায় যে হাপর	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
গরীবের মেয়ে	১৯৬০	GE30452	পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
			মুরলী বাজে প্রেম বৃন্দাবনে	প্রতিমা বন্দ্যোঃ ও সমরেশ রায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
		GE30453	ললাটে তোমার জয়ের তিলক আঁকা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিমল চন্দ্র ঘোষ
			কৃষ্ণকলির মুকুল কাঁপে	গায়ত্রী বসু	বিমল চন্দ্র ঘোষ
শেষ পর্যন্ত	১৯৬০	GE30458	এই মেঘলা দিনে একলা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আমরা বাঁধন ছেঁড়ার জয়গানে	অমল মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30457	এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিনু	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

BANGLADESH

			কেন দূরে থাক শুধু আড়াল রাখ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
স্বরলিপি	১৯৬০	N 77024	দয়াল রে কত লীলা জান	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		N 77028	যে বাঁশী ভেঙে গেছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কে ডাকে আমায়	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		N 77025	আমি শুনেছি তোমারই গান	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			গানের স্বরলিপি	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		N 77027	সে তো বলেছিল আমার জীবন	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এই রাত হল কত সুন্দর	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		N 77026	আমি নতুন স্বপ্ন দেখি	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			সোনা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	১৯৬০	CD NF 142687	তার অন্ত নাই গো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাইশে শ্রাবণ	১৯৬০		বন্ধু আমার পরাণ বন্ধু আমার (এক লাইনের গান)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা	১৯৬০	GE30505	হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
			ভাই রে আলোর তরে ভাবনা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
		GE30506	আমার বিয়ে যেমন তেমন (সহঃ বেলা মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
			কে বিদেশী মন উদাসী (সহঃ অন্যান্য)	বেলা মুখোপাধ্যায়	নজরুল
		GE30507	গোপন মনের কথা (সহঃ দেবব্রত বিশ্বাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
			জোর পায়ে চলিব	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অগ্নি সংস্কার	১৯৬১	GE30471	এই সন্ধ্যায় সেই পান্থ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এই সুন্দর রাত্রির আকাশ পরে তারার প্রদীপ	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30470	আমার দুয়ারখানি বাতাস এসে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			একটি সুখের নীড় চেয়েছিনু সেই কি মোর অপরাধ	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
দুই ভাই	১৯৬১	GE30490	তারে বলে দিও সে যেন আসেনা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ওগো যা পেয়েছি সেইটুকুতেই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30491	আমার জীবনের এত খুশী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			গাঙে ঢেউ খেলিয়া যায় (সহঃ ইলা বসু)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
মধ্যরাতের তারা	১৯৬১	GE30463	আহা আকাশে আজ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			তোমার এত ভালবাসা	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

		GE30464	আমি হিসাব মিলাতে পারিনি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			জন্ জন্ জন্ জন্মদিন	কিশোর কুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সপ্তপদী	১৯৬১	GE30634	এই পথ যদি না শেষ হয় (সহঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30484	অন দি মেরী গো রাউণ্ড	সুজি মিলার ও অন্যান্য	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সাথীহারা	১৯৬১	GE30477	ও ময়না কথা কও কেন চুপটি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এই একটু হাসি	বেলা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30478	যাদুভরা ঐ বাঁশী(সহঃ গীতা দত্ত)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			দূরে কেন এলেই না হয়	বেলা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30479	বাঁশী বুঝি সেই সুরে	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আয়না বসা চুড়িগুলো	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30481	কাজল কাজল চোখে ওই(সহঃ গীতা দত্ত)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			নাচ রে বাঁদর নাচ	গীতা দত্ত	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30480	সাথী রে আজ পেলাম কাছে(সহঃ কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			রঙ বেরঙের তামাশা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
অতল জলের আহ্বান	১৯৬২	GE30502	একি চঞ্চলতা জাগে আমার প্রাণে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ভুল সবই ভুল এই জীবনের	সুজাতা চক্রবর্তী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
দাদাঠাকুর	১৯৬২	GE30515	ও শোন রে আমার মন মাঝি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কণ্ঠে আমার কাঁটার মালা	প্রতিমা বন্দ্যোঃ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30503 দুই পিঠ	ভোট দিয়ে যা আয় ভোটার আয় সহঃ অমল মুখোঃ ও অন্যান্য	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শরত পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
			দুর্গম গিরি কান্তার মরু	সমবেত	নজরুল
			কলকাতা কেবল ভুলে ভরা	দেবব্রত বিশ্বাস	শরত পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
নবদিগন্ত	১৯৬২	GE30532	ওই ফাগুন যেন শ্রাবণেরি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			মোর গুন গুন মৌমাছি মন	নির্মলা মিশ্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30533	নতুন দিনের নতুন আলো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ওগো মধুমাস তুমি থাকো	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
আগুন	১৯৬২		ন তাত না মাত সহঃ কোরাস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শঙ্করাচার্য
			ছমক ছমক বোলে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	
			পান চিরি চিরি কথা কও	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	
আমার দেশ	১৯৬২		ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা সহঃ কোরাস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			সর্ব খর্বতারে দহে সহঃ কোরাস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সূর্যতপা	১৯৬২/ ৬৫	GE30615	সব কিছু বোঝানো কি যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কখনো মন প্রজাপতি	সুমিত্রা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

				মুখোপাধ্যায়	
		GE30614	কে যাবি কে যাবি রে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ওগো স্বপ্নভ্রমর গুন গুন গুন গুন গাও	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সূর্যতোরণ	১৯৬২ ৫৮	GE30414	তুমি তো জান না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30413	ওরা তোদের গায়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			হোক না আকাশ মেঘলা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30414	ওগো অকরুণ যে আঘাত দাও সহিতে পারিনা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30415	আমার জীবনে নেই আলো	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শেষ প্রহর	১৯৬৩		এই স্তব্ধ এ রাত্রি বন্ধুর পথ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
এক টুকরো আগুন	১৯৬৩	GE30532	মধুর মধুর স্মৃতিগুলো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ওগো মোর প্রিয় বন্ধু	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30535	বড় একা লাগে আমি বড় একা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			বলছি চেঁচাবে না চোপ্ সহঃ সুখেন দাস, অজিত চট্টো	অমল মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30526	যে আছে দাঁড়ায়ে দ্বারে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ও বিরহী দূরে থেকো না	উৎপলা সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
ত্রিধারা	১৯৬৩	GE30538	চোখে মুখে দুষ্টুমি (সহঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কেন আমি বল বোঝাতে পারি না আমার মনের কি যে বেদনা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30539	তোমার পথ চেয়ে চেয়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কত কি যে আমি	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
বাদশা	১৯৬৩	GE30548	এই মজার মজার ভেলকি ভারী (সহঃ রাণু মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না	রাণু মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30549	শোন শোন শোন মজার কথা	রাণু মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ও তুই ঘুমের ঘোরে	ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
বর্ণচোরা	১৯৬৩	GE30522	ওরে বাতাস ফুল শাখাতে(সহঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এস ধীরে ধীরে এস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30521	আর কত নেভা দীপ জ্বালি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এখানে সবই ভাল (সহঃ কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
হাই হীল	১৯৬৩	GE30524	মল্লিকা ও মল্লিকা দেখি তোমায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কি দেখিলাম আহা (সহঃ কোরাস)	অমল মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

		GE30525	এই ছন্দে ছন্দে ভরা (সহঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			মধু চন্দ্রের চন্দন মাখা রাতে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এই ছন্দে ছন্দে ভরা গন্ধে গন্ধে ঝরা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30523	চোখের ভাষা লুকিয়ে রাখা	ইলা বসু (অন্যান্য)	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			তোমার মুখের পানে চেয়েছিলাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
পলাতক	১৯৬৩	GE30540	জীবনপুরের পথিক রে ভাই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			দোষ দিও না আমায় বন্ধু	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
		GE30541	আহা কৃষ্ণ কালো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			আহারে বিধিগো তোর (কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			সখী হে আমার জ্বরে অঙ্গ জ্বরো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			ঢের হয়েছে বড়াই যাদু	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			গাড়ী নড়ে না চড়ে না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			মন যে আমার কেমন কেমন করে	রুমা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য	মুকুল দত্ত
			চিনিতে পারিনি বঁধু তোমারি আঙিনা		মুকুল দত্ত
বিভাস	১৯৬৪	GE30554	তারায় তারায় জ্বলুক বাতি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এতদিন পরে তুমি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
স্বর্গ হতে বিদায়	১৯৬৪	GE30654	কত আশা নিয়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আমি চাই ছোট্ট একটু বাসা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30564	ও আমার হঠাৎ পাওয়া আলো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
প্রতিনিধি	১৯৬৪		অশ্রুনদীর সুদূর পারে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			মনে হয় যেন পেরিয়ে এলাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রভাতের রঙ	১৯৬৪	GE30539	আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ো না	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আমরা শপথ নিলাম (সহঃ অমল মুখোঃ, অন্যান্য)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সিঁদুরে মেঘ	১৯৬৪		কেন চোখের জলে ভিজিয়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আরোহী	১৯৬৪		তোমারেই ভালোবেসেছি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
			পরদেশী কোথা যাও (সুরঃ সুবল দাশগুপ্ত, যখন আধুনিক রেকর্ড হয়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রণব রায়
নতুন তীর্থ	১৯৬৪		হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে (আংশিক)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		GE30575	দুঃখ যদি না আসে	রাণু মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আমি পথে পথে ঘুরে বেরাই	রাণু মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
আলোর	১৯৬৫	GE30585	কশ্চিৎ কণ্ঠ বিরহগুণ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	কালিদাস(মেঘদুত)

পিপাসা			বিদ্যুতং ললিতা বনিতা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	কালিদাস(মেঘদুত)
			শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	উপনিষদ
			হিরণ্ময়ে ন পত্রে যেন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
			ওঁ মন ব্রততে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
			আলোকের এই ঝর্ণাধারায় (সহঃ কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		GE30585	মিনতি মোর তোমার পায়ে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আ যা পিয়া মোরে নিদিয়া না আয়ে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার কৈফি আজমি?
			না বাজাইহো শ্যাম বৈরী বাঁশরী	লতা মঙ্গেশকর	কৈফি আজমি
			ঘির আয়ি বাদরিয়া পিয়ে নাহি আয়ে	লতা মঙ্গেশকর	কৈফি আজমি
			বালম মতবারে ক্যায়সা যাদু	রাজেশ কুমারী	প্রচলিত
			আবকে শাওন ঘর আ যা	রাজেশ কুমারী	প্রচলিত
		GE 30586	ঘির আয়ি বাদরিয়া	লতা মঙ্গেশকর	কৈফি আজমি
		GE 30586	না বাজাইহ শ্যাম বৈরী বাঁশুরী	লতা মঙ্গেশকর	কৈফি আজমি
একটুকু বাসা	১৯৬৫	GE30601	এস এস আমার কাছে এস	আরতি মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			আমি সংসারে রব না মা, আমি হব না ত গৃহবাসী	আরতি মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
একটুকু ছোঁয়া লাগে	১৯৬৫	GE30624	দুস্তর পারাবার পেরিয়ে (সহঃ কিশোর কুমার)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			সরস্বতীর সেবা করি	কিশোর কুমার	মুকুল দত্ত
			প্রাঙ্গনে মোর শিরীষ শাখায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে (আংশিক)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মণিহার	১৯৬৫	GE30629	নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
		GE30633	কে যেন গো ডেকেছে আমায় (সহঃ লতা মঙ্গেশকর)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
		GE30631	সব কথা বলা হল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			পিয়া বিন নিশি দিন	পঙ্কজ কুমার মল্লিক	কৈফি আজমি
		GE30630	আমি হতে পারিনি আকাশ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			কে যেন গো ডেকেছে আমায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
		GE 30632	আষাঢ় শ্রাবণ, মানে না তো মন	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
			নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
		GE 30633	কেন গেল পরবাসে বল বঁধুয়া	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত

			কে যেন গো ডেকেছে আমায়	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
			দূরে থেকো না ***	সুমন কল্যাণপুর	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
নায়িকা সংবাদ	১৯৬৭	GH 30663	এই পূর্ণিমা রাত	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		TAEC 4017	কি মিষ্টি, দেখ মিষ্টি কি মিষ্টি এ সকাল	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আজ চঞ্চল মন যদি আনমনা হতে চায় ক্ষতি কি	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কেন এ হৃদয় চঞ্চল হল	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			গোলেমালে গোলেমালে পীরিত করো না	পূর্ণচন্দ্র দাস বাউল	প্রচলিত
অজানা শপথ	১৯৬৭	GE30677	নতুন নতুন রঙ ধরেছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ও আকাশ সোনা সোনা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ
		GE30678	মনে রেখো মোরে	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওগো বন্ধু আমার	আরতি মুখোপাধ্যায়	মিল্টু ঘোষ
বালিকা বধূ	১৯৬৭	GE30656 GE30655	লাগ লাগ লাগ রঙের ভেলকি লাগ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি	সবিতাব্রত দত্ত	চারণকবি মুকুন্দ দাস
		GE30655	আমি কুসুম তুলিয়া (সহঃ বাণী দাশগুপ্ত)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE30653	শুক বলে শারী রে কেন(সহঃ বেলা মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
			আজি এসেছি আজি এসেছি সহঃ কোরাস	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
			মলয় আসিয়া কহে	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
			ভালবেসে সখী নিভৃতে যতনে	লতা মঙ্গেশকর	রবীন্দ্রনাথ
দুষ্টু প্রজাপতি	১৯৬৭	N77091	ছলকি ছলকি মন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			সুখ নামে শুক পাখী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শ্যাম চক্রবর্তী
			পথের শেষ কোথায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			সুখ নামে শুক পাখী (সহঃ রাণু মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শ্যাম চক্রবর্তী
		GE30689	ছলকি ছলকি মন	কিশোর কুমার	মুকুল দত্ত
			গুঠেন মর্গেন	কিশোর কুমার	শ্যাম চক্রবর্তী
		N77090	ইউরেকা ইউরেকা সহঃ রাণু মুখোপাধ্যায়	কিশোর কুমার	শ্যাম চক্রবর্তী

			একটু দোলা লাগে	রাণু মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
বাঘিনী	১৯৬৭	GE30688	ও রাধে তুই থমকে গেলি কেন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			যদিও রজনী পোহালো তবুও	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
		GE30686	যখন ডাকলো বাঁশী তখন রাধা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
		JNG 6223	শুধু পথ চেয়ে থাকা	রুমা গুহঠাকুরতা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
		GE 30687	আমি মন নিয়ে কি মরব নাকি	আশা ভোঁসলে	মুকুল দত্ত
			ও কোকিলা তোরে শুধাই রে	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
অদ্বিতীয়া	১৯৬৮	TAE 4025	যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			আহা প্রজাপতি সকালে আলোয়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			এই মাল নিয়ে চিরকাল যত গোলমাল	মান্না দে	মুকুল দত্ত
		TAE 4028	চঞ্চল মন আনমনা হয়(সহঃ লতা)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			মনের মানুষ খুঁজতে এসে	আশা ভোঁসলে	মুকুল দত্ত
		N 77119	চঞ্চল ময়ূরী এ রাত বঁধু যেতে দিওনা	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
		N 77120	বোঝ না কেন তুমি বোঝ না	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
		N 77121	যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
পরিণীতা	১৯৬৮	GE30705	চাঁদে বুঝি লাগলো গ্রহণ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রণব রায়
			জাগো রাই কমলিনী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রণব রায়
		GE30706	লাজে রাঙা হল কনে বউ গো সহঃ কোরাস	আরতি মুখোপাধ্যায়	প্রণব রায়
			কুসুম দোলায় দোলে শ্যাম রাই সহঃ অন্যান্য	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	প্রণব রায়
			সংসারে যদি নাহি পাই সাড়া	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	অতুলপ্রসাদ সেন
পঞ্চশর	১৯৬৮		কি গভীর বাণী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			তোমরা যা বল তাই বল	দেবব্রত বিশ্বাস ও রুমা গুহঠাকুরতা	
			মম চিত্তে নিতি নৃত্যে	রুমা গুহঠাকুরতা	
পরিশোধ	১৯৬৮	JNG 6223	দূরে চলে যায় মন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কোথায় মন হারালো	রুমা গুহঠাকুরতা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
জীবন সঙ্গীত	১৯৬৮	GE30693	কেউ দেয়নিকো উলু	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সুভাষ মুখোপাধ্যায়
			জীবনের ঘুরপাকে ঘুরছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সুনীলবরণ
		GE30695	জীবনের যাত্রায় আমি এক যাত্রী (কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
		GE30694	হে দয়াল ঠাকুর	মান্না দে	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

			সাজায়ে তোমায়	মান্না দে	চণ্ডীদাস বসু
হংস মিথুন	১৯৬৮	GE30681	সূর্যের মত শাশ্বত হোক (অন্যান্য শিল্পী সহ)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কেন এত সুন্দর যে মনে হয়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
		GE30682	আজ কৃষ্ণচূড়ার আবীর মেখে(সহঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওরে আয় আয় আয় রে সবাই (সহঃ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
		GE30683	দেখ দেখ কালো জলে ঢেউ খেলে ঢেউ খেলে যায়	শ্যামল মিত্র	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			মান করে নয় রাগ করে আজ	সনৎ সিংহ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
চেনা অচেনা	১৯৬৯	TAEC 4031	ও আমার সোনা বন্ধু রে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			একই পথ যেন একটি বাঁকে এসে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কত স্বপ্ন ছিল	আরতি মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			যৌবন পলাশে আগুন	আরতি মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			দেখো এসেছি এসেছি আমি আজ	মান্না দে	অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ??
			আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অতুল প্রসাদ
			শোন শোন গল্প শোন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
মন নিয়ে	১৯৬৯	45AEC 4034	ওগো কাজল নয়না হরিণী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
		45AEC 4036	ভালবেসে দিগন্ত দিয়েছ (সহঃ আশা ভোঁসলে)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
		CDNF 142687	আমি পথ ভোলা এক পথিক (সহঃ আশা ভোঁসলে)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		45 AEC 4034	চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
		45AEC 4035	মানিনীর রাত কাটে না	আশা ভোঁসলে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			দীপ জ্বেলে ওই তারা	আশা ভোঁসলে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
শুক সারি	১৯৬৯	45AEC 4014	কেন যে বোঝ না সখী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মোহিনী চৌধুরী
			কি কহিব প্রেমকথা ----	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মোহিনী চৌধুরী
			পিয়া পদমূলে কেন লুটায়ে	মান্না দে	মোহিনী চৌধুরী
		45AEC 4015	ওগো চন্দ্রবদনী সুন্দরী	মান্না দে	মোহিনী চৌধুরী
		45AEC 4016	দংশিল পীরিত বুকে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			বউ কথা কও	লীনা ঘটক	মোহিনী চৌধুরী

দুটি মন	১৯৭০	GE30737	কে ডাকে আমায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওরে ও ঝর্ণা তোমার জলের ঝালর ছুঁয়ে যে বাতাস বয়ে যায়	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
		GE30738	আমি যতই তারে দেখি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			জাগো নতুন প্রভাত জাগো সময় হল	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
		GE30736	কেন ব্যথা দাও তাও বুঝিনা সহঃ রুবি ব্যানার্জী	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	১৯৭০		আমি অকৃতি অধম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রজনীকান্ত সেন
			আমার এ প্রেম তুমি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
			সার্থক জনম আমার	সমরেশ রায়	রবীন্দ্রনাথ
সরস্বতীর প্রতিজ্ঞা	১৯৭০	GE30733	আমি হলাম ------	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			চাই একটা ---- (সহঃ রাণু মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সংসার	১৯৭০	GE30677	দিন নেই রাত নেই পৃথিবীটা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			রাতের স্বপনে কাল (সহঃ আরতি)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			হৃদয় কেন কাঁপে এত জানিনা	আরতি মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			যে প্রেম কণ্ঠে দেয় মালা	???	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
মাল্যদান	১৯৭১	BOE 1017	এই তো ভাল লেগেছিল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			একটুকু ছোঁয়া লাগে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		BOE 1010	বিয়ের গান (১,২) সহঃ অন্যান্য	গৌরীরাণী ঘোষ	সুরেন চক্রবর্তী
নবরাগ	১৯৭১		আমি জেনে শুনে বিষ করেছি	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			তুই ফেলে এসেছিস কারে	সুমিত্রা সেন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কুহেলী	১৯৭১	BOE 1004	তুমি রবে নীরবে (অংশ সহঃ লতা মঙ্গেশকর)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			মেঘের কোলে রোদ হেসেছে	আশা ভোঁসলে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		BOE1001	এস কাছে এস	লতা মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কেন এলে মরণের দেশে	লতা মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		BOE1002	কে জেগে আছ	লতা মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
নিমন্ত্রণ	১৯৭১	BOE 1031	সিংহপৃষ্ঠে ভর করিয়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
			পিরীতি বলিয়া একটি কমল (সহঃ কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
		BOE 1030	চ্যাঙ ধরে ব্যাঙ ব্যাঙ ধরে চ্যাঙ	অনুপ ঘোষাল ও গীতা চৌধুরী	প্রচলিত
			প্রভাত সময় কালে	অমর পাল	প্রচলিত

		BOE 1029	জনম দুঃখী কপাল পোড়া গুরু	নির্মলেন্দু চৌধুরী ও বনশ্রী সেনগুপ্ত	প্রচলিত
			আমি বন্ধুর প্রেমাগুনে পোড়া	নির্মলেন্দু চৌধুরী	প্রচলিত
			দূরে কোথায় দূরে	কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাবিপ্লবী অরবিন্দ	১৯৭১		এবার তোর মরা গাঙে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			বাঙলার মাটি বাঙলার জল	সমবেত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			সার্থক জনম আমার (অংশ)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		BOE 1042	বন্দে মাতরম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বঙ্কিমচন্দ্র
			মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়	আরতি মুখোপাধ্যায়	রজনীকান্ত সেন
		BOE 1043	ও তোর কোলের ছেলে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সুনীল বরণ
			গুলাবী গুল বাগিচার গুলাব হয়োনা	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	সুনীল বরণ
			অরবিন্দ দেশবাসীর	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সুনীল বরণ
				সমরেশ রায়	সুনীল বরণ
শ্রীমান পৃথ্বীরাজ	১৯৭১	BOE 1089	হরিদাসের বুলবুল ভাজা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ওরে মন তল্পিতল্পা নিয়ে এবার	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		BOE 1090	নরাধমে সাক্ষাৎ ঈশ্বর হে (কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			সখী ভাবনা কাহারে বলে	লতা মঙ্গেশকর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			আজি বসন্তে পিককুল গায়	আরতি মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			হরিদাসের বুলবুল ভাজা	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
অনিন্দিতা	১৯৭২		দিনের শেষে ঘুমের দেশে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			ওগো নিরুপমা	কিশোরকুমার	মুকুল দত্ত
			কেমনে তরিব তারা	প্রতিমা বন্দ্যোঃ	প্রচলিত
		BOE1005	কেমনে তরিব তারা	লতা মঙ্গেশকর	প্রচলিত
			ওরে মন পাখী কেন ডাকাডাকি	লতা মঙ্গেশকর	মুকুল দত্ত
			চল অভাজন মায়ের চরণে	খোকন মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			বল মাগো দোষ দেব কারে	অজিত চট্টোঃ ও সুজিত দাস	মুকুল দত্ত
ফুলেশ্বরী	১৯৭৪	EACP 2001	যেওনা দাঁড়াও বন্ধু	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			টাপুর টুপুর বৃষ্টি ঝরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			আমি দেখতে ভালবাসি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			তুমি শতদল হয়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত

			আমি তোমায় কত খুঁজিলাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			শুন শুন মহাশয় শুন দিয়া মন	মান্না দে	অর্ণব মজুমদার
			আমি তোমায় বড় ভালবাসি	হরিধন মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
			হায় হায় হায় হায় কি হবে উপায়	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (সহঃ আরতি)	
			শুনুন শুনুন বাবু মশাই	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			হ্যাদে গো পদ্মরাণী, তুমি ভারী সুন্দরী	অনুপ ঘোষাল	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিকেলে ভোরের ফুল	১৯৭৪	45N 11012	আমার সকল রসের ধারা (সহঃ আরতি মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			কি গাব আমি	আরতি মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		45AE 4046	ওই ঝাউপাতা যেমনটি দুলছে	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওই ডাকছে শুনি ডাকছে	তরুণ বন্দ্যোঃ ও অন্যান্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
ঠগিনী	১৯৭৪		যৌবনসরসী নীরে (সহঃ সুশীল বসুমল্লিক)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			ঐ সন্ধ্যাতারা জ্বলে আকাশপারে	আরতি মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার তরুণ মজুমদার
			যদি সেই গান চৈত্রের ঝরাপাতা	আরতি মুখোপাধ্যায়	তরুণ মজুমদার
সংসার সীমান্তে	১৯৭৫	7EPE 5045	সুজন কাণ্ডারী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ মজুমদার
			ও সাধের জামাই রে	হৈমন্তী শুক্লা ও অন্যান্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
নিশিমৃগয়া	১৯৭৫	7LPE 2009	আমি শুনিতে পাইনি তব পদধ্বনি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			সূর্য ওঠে রোজ সূর্য ওঠে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওই নীল আকাশের নীচে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমায় কেন মালা কোলে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ছুটতে ছুটতে খেলার মাঠ	রাণু মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			হারেমে এসেছে আজ বাদশা	রাণু মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
রাগ অনুরাগ	১৯৭৫	EALP 2003	সেই দুটি চোখ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ও সুন্দরী তুমি কে তা জানিনা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমি গান গাই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			সোনার ওই আঙটি থেকে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

			খেলা আমার ভাঙবে যখন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কি গান শোনাব বল (সহঃ হৈমন্তী)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			তোমাদের কাছে এসেছিলাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
		7EPE5062	ওই গাছের পাতায়	লতা মঙ্গেশকর	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
অগ্নীশ্বর	১৯৭৫	45N11024	পুরানো সেই দিনের কথা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			তবু মনে রেখো	সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		45N11025	ধনধান্যে পুষ্পে ভরা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
সানাই	১৯৭৫	45 NLP 3002	এই যে পথ (সহঃ হৈমন্তী)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			বাজে রিনি ঝিনি মধুর সুরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ভাল আছি যদি বলি তবে শোন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			এস এস প্রিয়	লতা মঙ্গেশকর	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			প্রেমের ফাঁদে পড়েছ বাছা	শক্তি ঠাকুর	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমি সুখ বলি যাকে	হাঁসু রায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, নির্মলা মিশ্র	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			জানি জানি	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
দিন আমাদের	১৯৭৬	7EPE5073	এই তো জীবন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	সুনীলবরণ
			ছি ছি কি লজ্জা	হৈমন্তী শুক্লা	সুনীলবরণ
			যদি কুমড়োর মত চালে ধরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রজনীকান্ত সেন
প্রক্সি	১৯৭৬	45NLP 3003	যদি কেউ ডেকে বলে কি চাও	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কিছু পেলাম তোমারি কাছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			তোমার চোখের আকাশ নীলে(সহঃ আরতি মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			যখন তোমার গানের সরগম	আশা ভোঁসলে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			তোমাদের আসরে আজ	লতা মঙ্গেশকর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কি করে বোঝাই তোদের	কিশোরকুমার	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
বহ্নিশিখা	১৯৭৬	7EPE 5059	এ জ্বালা তারই জ্বালা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আয়রে সোনা আয় আমার কোলে	রাণু মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এ জ্বালা যে তারই জ্বালা	মান্না দে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			লাইফ ইজ জাষ্ট এ গ্যাম্বল	মিস্ মারিয়ান্	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			জাঁহাপনা ঢের হয়েছে	শিপ্রা বসু	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
মোহন বাগানের মেয়ে	১৯৭৬	7-LPE 2005	দিন গেছে রাত গেছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আরও কাছে এস এস না (সহঃ হৈমন্তী শুক্লা)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
			ভাল যদি লেগে থাকে	ছবি ভট্টাচার্য	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
			মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের	অনুপ ঘোষাল	শিবদাস

					বন্দ্যোপাধ্যায়
			আরও কাছে এস এস না	হৈমন্তী শুক্লা	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
			তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে	হৈমন্তী শুক্লা	রজনীকান্ত সেন
দত্তা	১৯৭৬	45N11029	যারে যমুনাতে দেখলাম সই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রণব রায়
			মন দিতাম না সখী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রণব রায়
			মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে	সমবেত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রতিশ্রুতি	১৯৭৬	7EPE 5065	কত কি হয় এই নদীতে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			এই মায়া রজনী	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			চুপ করে বসে থাকো	অনুপ ঘোষাল	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে	???	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শঙ্খবিষ	১৯৭৬		আমি ভাল বেসে ফেলেছি	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওই দূর দিগন্ত ছাড়িয়ে আমার হারিয়ে যেতে বড় সাধ হয়	আরতি মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আমি চাই আনন্দ চাই খুশী	রাণু মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			খুলেছি প্রেমেরই এক মুদিখানা	নির্মলা মিশ্র ও প্রভাতী মুখোঃ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
অনন্যা	১৯৭৭		সাগরের গভীরতা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	
প্রতিমা	১৯৭৭	7LPE 2042	নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
			কবর দাও বা চিতায় পোড়াও	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			মন জানে না মনের কথা	আরতি মুখোপাধ্যায়	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
			প্রাণবল্লভ	শক্তি ঠাকুর	দীনবন্ধু মিত্র
			মান করো না বিধুমুখী	শক্তি ঠাকুর	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আমি বউ তুমি বর	জয়ন্তী সেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
মন্ত্রমুগ্ধ	১৯৭৭	45 NLP 3004	একটু চোলাই খাব	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আজ এই হোটেলে (সহঃ আরতি ও অন্যান্য)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ও রূপসী রূপসী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এসেছি এই তো সাকী(সহঃ আরতি)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বনফুল
			পিছিয়ে গেলে চলবে না যাদু	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বনফুল
			অনেক মালতী গীতা সীতা	সাগর সেন ও আরতি মুখোঃ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			হে কুকুর হে ডগ	আরতি মুখোঃ ও	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

				সুমিত্রা মুখোঃ	
			প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু	সাগর সেন	প্রচলিত
শেষ রক্ষা	১৯৭৭	3228-0001	যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে (সহঃ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			কাছে যবে ছিলে	সুমিত্রা রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			জয় করে তবু ভয় কেন তোর	সুমিত্রা রায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			হায় রে ওরে যায় না কি জানা	সুমিত্রা রায় ও ইন্দ্রাণী সেন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বাতী	১৯৭৭	2328-3503	সোনা বন্ধুরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওরে সুজন নাইয়া	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			যেতে যেতে কিছু কথা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওই আকাশ খুঁজে যারা চলেছে	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			যেতে যেতে কিছু কথা	মান্না দে ও অরুন্ধতী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			গোধুলির স্বর্ণরাগে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
হাতে রইল তিন	১৯৭৭	7EPE 5007	অতীতের দিগন্ত ভুলে যাও	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ভাবিনি এত সহজ	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওগো স্বপ্ন তুমি	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			তা ধিন ধিন মনটা রঙীন	দীপালি বসুরায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবন নাটক	১৯৭৮	7EPE5100	যদি তোমাদের ভালো লাগে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			পৃথিবীটা আজ শুধু (সহঃ বনশ্রী)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			মনের দুঃখে মাতাল হলাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			খোকনমণির চোখে নেই ঘুম(সহঃ হৈমন্তী শুক্লা)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
প্রণয় পাশা	১৯৭৮		স্বপ্ন কখনো সত্যি যে হতে পারে	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			রূপোলী রূপসী এই রাত তাই	আশা ভোঁসলে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ঝিম ঝিম নেশ ধরে রক্তে রক্তে	আশা ভোঁসলে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
নদী থেকে সাগরে	১৯৭৮	45-JNLX-3001	আজু রজনী হাম (সহঃ আরতি)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিদ্যাপতি
			মরে যাই, যাই মরে যাই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমি সব খুইয়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কত যে হয় পালাবদল	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			এখানে যক্ষপুরীর	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			মেহেদির রঙ লাগানো	আশা ভোঁসলে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
গণদেবতা	১৯৭৯	2628-7003	ওলো সই দেখে যা লো (সহঃ আরতি মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ভোর হইল জগত জাগিল	মান্না দে	গঙ্গাচরণ সরকার

			শোন রে বলি শোন রে বলি	মান্না দে	মুকুল দত্ত
			এক ঘেঁটু তার সাত বেটা শিব শিব	মান্না দে ও অন্যান্য	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
			লাঠি খেয়ে আর কতদিন মরবি	মান্না দে ও অন্যান্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ভাল ছিল শিশুবেলা	শিপ্রা বসু কোরাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			এস পৌষ সোনার পৌষ	সমবেত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
রজনী	১৯৭৯	7EPE 5091	ও কোকিলা তোর ভাবখানা কি বল সহঃ প্রতিমা বন্দ্যোঃ ও অন্য	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ও সূর্য তুমি দিগন্তে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আহা অঙ্গে অঙ্গে বাজে সেতার	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			তোমার দেওয়া ফুল যেন	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
নৌকাডুবি	১৯৭৯	7 EPE 5122	অশ্রুনদীর সুদূর পারে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			মোর ভাবনারে কি হাওয়ায়	চিন্ময় চট্টপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			আমার বেলা যে যায়	আশা ভোঁসলে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দাদার কীর্তি	১৯৮০	S7LPE 2072	চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমায়	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			এই করেছ ভাল নিঠুর হে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে	সমবেত	রবীন্দ্রনাথ
			বঁধু কোন আলো লাগলো চোখে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
		7IPE2073	সাত সুরোঁ কি বাঁধ পায়েলিয়া(সহঃ শক্তি ঠাকুর ও কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
			জনম অবধি কার তোমা পরে অধিকার প্রিয় বলে ডাকিবার	মান্না দে	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
			তোমার ডাকে সারা দিতে বয়েই গেছে	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			এস প্রাণ ভরণ দৈন্য হরণ হে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী ও বিটু সমাজপতি	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কি রূপে যে কখন আসো	বিটু সমাজপতি ও কোরাস	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
পক্ষীরাজ	১৯৮০	2228-	আমরা তিনটি জন এক প্রাণ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

		0248	ওই দূরে বহু দূরে এক আলোর শহর	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আরে হেসে নাও দুদিন বই তো নয়	মান্না দে	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
পাকাদেখা	১৯৮০	GRE 1095	তুমি কেমনটি হবে প্রেয়সী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বনফুল
			যদি চাও জানতে আমরা	সাগর সেন কোরাস	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			গৌরবরণ সন্যাসী এক	অমল মুখোপাধ্যায় অরুন্ধতী হোমচৌঃ	প্রচলিত
			ভানুর পাশে চন্দ্র যেমন	তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শেষ বিচার	১৯৮০	7LPE2063	ওঠা আছে পড়া আছে কোঠা আছে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			সেই দিনগুলো নেই তবু মনে রয়ে গেছে	আরতি মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			চল এগিয়ে চল কাছাকাছি হাত ধরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			তোমরা বাহবা দাও তারিফ করো	বিটু সমাজপতি	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
বন্ধন	১৯৮০	SEPE 5110	আমি কোথায় এলাম কোরাস	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			একি বিচার হল ন্যায় অন্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			বাবরী ভয়ী পিয়া কাহে লাগায়ে নেহারা	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			সবুজ ঘাসে চরণ ফেলে কে আসে	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমি চাই ছোট্ট একটি ঘর	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
কপালকুণ্ডলা	১৯৮১	7LPE2091	পতিগৃহে যাও মাগো মুছে দুনয়ন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			তোমার ইচ্ছেয় হয় মা সবই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ব্রহ্মারে কমণ্ডুলে ছিলে ধরায় নামিয়া আসিলে	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			পুরুষ যে তোর পরশপাথর	প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কোথা গেল বলে দে বলে দে সজনী	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী	আরতি মুখোপাধ্যায়	নজরুল
			এখন কি করি	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কি জানি কি ছলে ছিল বসে	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

			পলকের তরে আঁখি তোমারে	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ভালবাসিবে বলে ভালবাসিলে	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আর কত ঢলাবি	তরুণ বন্দ্যোঃ ও সমবেত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কাঁচা পিরীত	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কি যে ব্যথা বুকে মোর	বিটু সমাজপতি	নজরুল
শহর থেকে দূরে	১৯৮১	45 NLP 2072	ও জনক দুহিতা সীতা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			থই তাতা থই খেপেছে ভোলা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ভালবাসার গঙ্গা বুঝি গেল রে হারায়ে	মান্না দে	মুকুল দত্ত?
			ও সেই বাঁশী বুঝি আর বাজে না	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আসছেন ডাক্তার আসছেন, হুঁকোটায় টান দিয়ে	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			সব কথা মুখে মুখে যায় না বলা	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুবর্ণগোলক	১৯৮১	7LPE2082	দিন নেই রাত নেই (কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমি আজ ভেবেছি মনে বঁধুর	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমি আজ ভেবেছি মনে বঁধুর	অনুপ ঘোষাল	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
			শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ একটি চাঁদের	অনুপ ঘোষাল	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
			কতদিন আমি দেখিনি তোমার মুখ	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওই চাঁদ মুখ ----	পাপিয়া ব্রহ্মচারী	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তর মেলেনি	১৯৮২	7LPE2101	এই সুন্দর লগ্নে কি গান শোনাব জানি না (সহঃ আরতি)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			সাগর সে কথা বলল যে কথা হৃদয় বলেছে (সহঃ আরতি)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			দুটি হাঁড়ি দরবেশ পান্তুয়া সন্দেশ	শক্তি ঠাকুর ও নন্দিতা গঙ্গোঃ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			স্বর্গের আলো পৃথিবীতে আসছে	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ইউ আর অ্যালোন অ্যাণ্ড মি টু	পি রাজ অন্যান্য	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			না না না	অরুন্ধতী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

				হোমচৌধুরী	
খেলার পুতুল	১৯৮২	7LPE2105	আমি বন্ধুর প্রেমাগুণে পোড়া (সহঃ অরুন্ধতী হোমচৌধুরী)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রচলিত
			ওগো ক্রন্দসী পথচারিণী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অতুলপ্রসাদ
			কিসে তুমি খুশী হবে কানে কানে বল	আশা ভোঁসলে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ মজুমদার?
			আমার জীবন যদি দুঃখেই ভরে যায়	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
ছুট	১৯৮২	2392 320	কার কোলে তুই জন্ম নিলি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	প্রশান্ত চৌধুরী
			মারিস নি মা নন্দরাণী সহঃ বিটু সমাজপতি, অপরাজিতা ঘোষ	আরতি মুখোপাধ্যায়	প্রশান্ত চৌধুরী
			দয়া কর মাগো অনাথ আমি	অঞ্জনা বিশ্বাস	প্রশান্ত চৌধুরী
			ল্যাজকাটা তুই বাঁদর	বনশ্রী সেনগুপ্ত ও জয়ন্তী সেন	প্রশান্ত চৌধুরী
			দিন ফুরোলো সন্ধ্যা হল	প্রণব ঘোষ	প্রশান্ত চৌধুরী
			দয়া কর মাগো অনাথ আমরা	বনশ্রী সেনগুপ্ত ও জয়ন্তী সেন	প্রশান্ত চৌধুরী
প্রতীক্ষা	১৯৮২	7EPE 5134	সীমা থেকে দূরে অসীমে যেখানে সহঃ আরতি মুখোপাধ্যায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এই আলো হাসি এত আনন্দ নিয়ে কি সইতে পারবো	আরতি মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			দেখি না পারিস কেমন স্বভাবটা তোর দেখি সহঃ বিটু সমাজপতি	আরতি মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এসেছি ভরে নিয়ে রসের ঘড়া	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
মেঘমুক্তি	১৯৮২	7 LPE 2096	বল খোকা না কি খুকী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			ওই আকাশের বুকে যেন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			আমায় চিনতে কেন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			তোমার মনের তুলসীতলায়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			আমাদের ছুটি (কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			ওরে মন	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত
			ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অজান্তে	১৯৮৪	7-LPE 2116	ওই ঝাণ্ডাটা নামিয়ে গলাবাজি থামিয়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কেন এলে মোর ঘরে(সহঃ অরুন্ধতী হোম চৌধুরী)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অতুলপ্রসাদ সেন
			আমার ল্যাজও নেই শিঙও নেই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			শ্যাম হামারে চোর ডাকা ডালে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

			উসকি বংশী সহঃ শক্তি অরুন্ধতী		
			আমি এমনই একটা মানুষ চাই	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			কাম সিঙ এস গাও নাচ কেন	ঊষা উত্থুপ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
অগ্নিশুদ্ধি	১৯৮৪	2228-0539	তোমার কিসের ভয়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আরে রাজারে রাজারে রাজা	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমি দস্যির সাথে করি দোস্তি	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমার কিসে ভয়	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কী বাঁশরী বাজে	ঐ	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
অমরগীতি	১৯৮৪		আমি যদি মুচি	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিভূতি মুখোপাধ্যায়
			ফুল বাগে না বাঘ মোলো	অমর পাল	প্রচলিত
		সারেগামা	মাধব বহুত মিনতি করি তোয়	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	বিদ্যাপতি
			কেলে ছোঁড়া দাঁড়িয়ে ঘাটে	হৈমন্তী শুক্লা ও সমবেত	প্রচলিত
			সাথিয়াঁ (পাঞ্জাবী টপ্পা)	শিবকুমার রামকুমার চট্টোপাধ্যায়	শোরি মিঁয়া
		সারেগামা	কি কহিব যামিনী পোহায়	রামকুমার চট্টোপাধ্যায়	নিধুবাবু
		সারেগামা	মিলনে যতেক সুখ মরণে তা	ঐ	ঐ
		সারেগামা	তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ	ঐ	ঐ
		সারেগামা	অনুগত জনে কেন কর এত	ঐ	ঐ
		সারেগামা	ছাড়িলে তো ছাড়া নাহি যায়	ঐ	ঐ
		সারেগামা	তবে প্রেমে কি সুখ হত	ঐ	ঐ
		সারেগামা	মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন	ঐ	ঐ
		সারেগামা	কেমন করে মোরে ভুলে রহিলে	ঐ	ঐ
		সারেগামা	কাজল নয়নে আর দিও না কখন	ঐ	ঐ
		সারেগামা	চন্দ্রাননে কি শোভা কমল নয়ন	ঐ	ঐ
		সারেগামা	কেতকী এত কি প্রেয়সী	ঐ	ঐ
		সারেগামা	বরিষে ঘন ঘন ঘন কেন গরজে	ঐ	ঐ
		সারেগামা	ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে	ঐ	ঐ
		সারেগামা	চঞ্চল কেন চঞ্চলনয়নী	ঐ	ঐ
		সারেগামা	কি জানি কি ছলে ছিল বসে	আরতি ও রামকুমার	ঐ
			আর কত্ত ঢলাবি	তরুণ বন্দ্যো অন্যান্য	????
			ছোট বিলের পাখী মোরা	শক্তি ঠাকুর	????
		সারেগামা	পলকের তরে আঁখি তোমারে দেখিতে চায়	আরতি মুখোপাধ্যায়	নিধুবাবু
			অনুগত জনে কেন কর এত	আরতি	নিধুবাবু

				মুখোপাধ্যায়	
			ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে	ঐ	ঐ
		সারেগামা	আমি কি কখন তোমারে না দেখে	ঐ	ঐ
		সারেগামা	কি আছে তোমার মনে	ঐ	ঐ
			দূরে থাকো কাছে এস না	ঐ	ঐ
			আমার মদন ঠাকুর বাণ মেরেছে	ঐ	
		সারেগামা	আমার কাঁচা পিরীত পাড়ালো কে	ঐ	বিভূতি মুখোপাধ্যায়
রাজেশ্বরী	১৯৮৪	7LPE 5157	একেলা এ সংসারে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিভূতি মুখোপাধ্যায়
			জিতেছে জিতেছে (সহঃ কোরাস)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিভূতি মুখোপাধ্যায়
			ভগবান তোমার কেমন কারখানা	মান্না দে	বিভূতি মুখোপাধ্যায়
			কেউ না বুঝুক মন বুঝেছে	আরতি মুখোপাধ্যায়	বিভূতি মুখোপাধ্যায়
			লুটেরা মন লুটেছো	আরতি মুখোপাধ্যায়	বিভূতি মুখোপাধ্যায়
			কি হবে কি হবে	হৈমন্তী ও আরতি	বিভূতি মুখোপাধ্যায়
সূর্যতৃষ্ণা	১৯৮৪	7LPE 2067	হয়তো কয়েকটা দিন রৌদ্র আর	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ও পৃথিবী আমি কি পেলাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			হয়তো কয়েকটা দিন (বিষাদ)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			হয়তো কয়েকটা দিন রৌদ্র আর	মান্না দে	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			এই সেই পথ যে পথ আমার	মান্না দে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			যদি দেখতে শুকনো পাতারা কখন যে ঝরে গেছে	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিষবৃক্ষ	১৯৮৪	S/7E 56	অঙ্গনে আওব যব ললিতা	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	বিদ্যাপতি
			তোমার মনের ফুল বাগানে(সহঃ হৈমন্তী শুক্লা)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
			নিয়ামত কখন গেলে	শক্তি ঠাকুর	????
			কাঁটা বনে তুলতে গেলাম	প্রভাতী মুখোপাধ্যায়	????
দিদি	১৯৮৫	সারেগামা	কান্না হাসির দোল দোলানো	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			বাজরে বাঁশরী বাজ রে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			আমিই শুধু রইনু বাকী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			হ্যাদে গো নন্দরাণী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
টগরী	১৯৮৫	2228-1130	পিরীতি রসের খেলা(সহঃ আরতি)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	মুকুল দত্ত?
			আমি গৌরহরির চরণ	আরতি মুখোপাধ্যায়	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
			টগরী নামটি আমার	আরতি মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			কোন বা ফাগুন আসে	শ্রাবন্তী মজুমদার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমি সর্বজনায় জানাই নমস্কার	অরুন্ধতী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

				হোমচৌধুরী	
			বাবুগো এই শহর কলকাতায়	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আকাশের চাঁদ চাই না বাবু	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
ভালবাসা ভালবাসা	১৯৮৫	S145NLP 3053	চুরি করা মহা পুণ্য	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			যত ভাবনা ছিল যত স্বপ্ন ছিল	অরুন্ধতী হোম চৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			এই ছন্দ এই আনন্দ	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			খোঁপার ওই গোলাপ দিয়ে মনটা	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	তরুণ মজুমদার
		S/7LPE 213	তোমার কাছে এ বর মাগি (সহঃ হৈমন্তী শুক্লা)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			মম চিত্তে নিতি নৃত্যে (সহঃ অরুন্ধতী হোম চৌধুরী)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			গোপন কথাটি রবে না গোপনে সহঃ অন্যান্য	সন্তু মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			হার মানা হার	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
			এবার নীরব করে দাও হে	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আশীর্বাদ	১৯৮৬	সারেগামা	বাইরে না হয় ঝড়ের হাওয়া চলুক	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		সারেগামা	ফুলের গন্ধের মত তোমায় ভরিয়ে আমি রাখব	রাণু মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		সারেগামা	কিন কিনি কিনি কিনি রিনি ঝিনি	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		সারেগামা	গুন গুন সুরে মৌমাছি গানে	শিবাজী চট্টোঃ ও অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		সারেগামা	তোমরা আমায় হাসতে বলছ	রাণু মুখোঃ ও অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		সারেগামা	রূপসী রূপোলি এই রাত জিসসে নাচে গানে মাত	বনশ্রী সেনগুপ্তা	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
পথ ভোলা	১৯৮৬	সারেগামা	গুড বাই গুড বাই সভ্য সমাজ সহঃ অন্যান্য	শিবাজী চট্টোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
		সারেগামা	পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা বলে ডাকিস পাখী যারে	সুজাতা সরকার	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

		সারেগামা	মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে	কিংশুক শিল্পীগোষ্ঠী	
		সারেগামা	সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে	শিবাজী চট্টোঃ ও সুজাতা সরকার	
		সারেগামা	পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই	সুজাতা সরকার	
		সারেগামা	আমি পথভোলা এক পথিক	শিবাজী চট্টোঃ ও অরুন্ধতী ও সুজাতা	
		সারেগামা	হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর	উৎপল দত্ত ও অরুন্ধতী	অতুলপ্রসাদ সেন
প্রতিভা	১৯৮৭		বেদনার ধু ধু বালুচরে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আকাশে এত যে নীল আছে	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমরা সূর্যের মত উজ্জ্বল	বনশ্রী সেনগুপ্তা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আজ মাধুর জন্মদিন	সোনালী মিশ্র	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
আগমন	১৯৮৭	GE 30733	এ তো ভালবাসা নয়	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ঢাক গুড় গুড় (সহঃ আশা ভোঁসলে)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			নয়নের মণি তুই	আশা ভোঁসলে, শিবাজী চট্টো ও সৈকত মিত্র	মুকুল দত্ত
			প্রেমের পিপাসা নিয়া		মুকুল দত্ত
			কেঁদো না মানিনী	আশা ভোঁসলে, শিবাজী চট্টো	মুকুল দত্ত
			প্রেমের পিপাসা নিয়া	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	মুকুল দত্ত
			শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়	হৈমন্তী শুক্ল	নজরুল
			শুনুন শুনুন বাবুমশাই	শিবাজী চট্টোপাধ্যায় কোরাস	তরুণ মজুমদার
			ভালবাসার এই কি রে খাজনা	মান্না দে	তরুণ মজুমদার
			বিধি তোর খেলা	মান্না দে	মুকুল দত্ত
			বিধিরে সুখের পাখী	মান্না দে	মুকুল দত্ত
			খাজনা (১)	মান্না দে	মুকুল দত্ত
			খাজনা (২)	মান্না দে	মুকুল দত্ত
টুনি বউ	১৯৮৭	7LPE 2126	বাপের বাড়ীর ভিটে ছেড়ে	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			এ ডাল থেকে ও ডালে যাই	হৈমন্তীশুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			বুঝি না যে বুঝি না	হৈমন্তীশুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আজব একটা কল বানালো কোম্পানী	অমর পাল	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ওগো সাথী মম সাথী	হৈমন্তী শুক্লা	অতুলপ্রসাদ সেন
সুরের সাথী	১৯৮৮	GRE 1207	যাকে ভেবে কথার কুসুম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			নদী যদি মিশে যায় সাগরে (সহঃ আরতি মুখোপাধ্যায়)	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

			যে নদী শুকিয়ে গিয়েছিল	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আমি যেন এইখানে নেই	হৈমন্তী ও শান্তনু	????
			তোমার আমার মাঝে এ আড়াল	অরুন্ধতী হোমচৌধুরী	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			হারিয়ে যদি যাবই আমি	শান্তনু ভট্টাচার্য	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
বোবা সানাই	১৯৮৮		এতদিন যে স্বপ্ন দেখেছি সহঃ সন্ধ্যাশ্রী দত্ত	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			আমি আজ এইখানে নেই	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			ও সানাই বাজে যখন	হৈমন্তী শুক্লা	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			আমার কী হবে উপায়	আশীষ সেনগুপ্ত	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
পরশমণি	১৯৮৮	45 GLP 1020	যায় যে বেলা যায়	লতা মঙ্গেশকর	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			ঠুনকো শাঁখা ভাঙতে পারে	আশা ভোঁসলে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			স্বপ্নটাকে সত্যি করে তুলব	আশা ভোঁসলে	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
			দে মা আমায় ফলার মেখে	অমিতকুমার	
			এ ঘোড়া টিক্ টিক্ টিক্	অমিতকুমার ও সন্তু মুখোপাধ্যায়	
			এল এক অচেনা বছর	হৈমন্তী শুক্লা	
			ও বাবু ও বাবু মশাই	সুজাতা সরকার ও ডায়ানা দাস	
মধুবন	১৯৮৮		শুনা হ্যায় আপকো আহোশ মে	আরতি মুখোপাধ্যায়	হৃদয়েশ পাণ্ডে
			ছোড়ো ছোড়ো বঁইয়া মেরি	আরতি মুখোপাধ্যায়	হৃদয়েশ পাণ্ডে

আরও দুটি মুক্তি না পাওয়া ছবির গানের তালিকা নীচে দেওয়া হল।

সরস্বতীর প্রতিজ্ঞা (ডাব করা দঃ ভারতীয় ছবি, ভিডিও আছে)	১৯৭০ গান ১৯৬৮ এ রেকর্ড করা হয়	GE 30733	আমি হলাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			চাই একটা সহঃ রাণু মুখোঃ	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE 30735	মাতা জয়তু	সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			সুন্দরী কারা	নির্মলা মিশ্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
		GE 30734	হে দেবী তোঁয়ে	শ্যামল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			রাণী মহারাণী	শ্যামল মিত্র, অমল মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
জীবন নাটক	১৯৭৮	7EPE 5100	এই গান যদি তোমাদের	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			মনের দুঃখে মাতাল হলাম	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			খোকনমণির চোখে তো ঘুম নেই সহঃ হৈমন্তী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
			পৃথিবীটা আজ শুধু সহঃ হৈমন্তী	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

BANGLADARSHAN